

এইচটি এম এল বাংলা ই-বুক



WRITTEN BY: ARIF K@RIM

HTML



এইচটি এম এল বাংলা ই-বুক

Copyright @ arif-harim | All Rights Reserved
2011

ডাউনলোড লিংক:- htmlbanglae-book.scripttunner.com

About Author

আরিফ করিম

কম্পিটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ(৩য় বর্ষ),
সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট।

Contact me:

Facebook- <http://www.facebook.com/fkarif>

Email- fkarif.cse@gmail.com

Yahoo_mess- arifsec06@yahoo.com

ব

ইটি আমি আমার প্রয়াত মা এর জন্য উৎসর্গ করলাম যিনি আমাকে ছেড়ে ২০০৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী দূর উপারে চলে গেছেন।

- আরিফ করিম

“বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ”

ব

ইটি আমি লিখেছি, আমার এইচটি এম এল শেখা শুরু থেকে বইটি লেখা শেষ করা পর্যন্ত যতটুকু শিখেছি তার উপর ভিত্তি করে। এর জন্য আমি ইন্টারনেটে বিভিন্ন বই, ব্লগ টিউটোরিয়াল, এর সাহায্য নিয়েছি। এটা আমার প্রথম লেখা বই এবং অবশ্যই ভুলত্রুটি থাকবে আশাকরি তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

শে

খ কথা, বইটি বিনামূল্যে ডাইনলোড এবং একে অপরের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। তবে কোন অংশ পরিবর্তন বা বিকৃত করতে পারবেন না। বই সম্পর্কে যে কোন ধরনের মতামত ও পরামর্শ সাদরে গ্রহণযোগ্য।

-আরিফ করিম

ফিডব্যাক: fkarif.cse@gmail.com

“সূচিপত্র”

- ➡ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কি ?
- ➡ ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে কি কি শিখতে হবে?
- ➡ HTML কি?
- ➡ HTML ব্যাসিক স্ট্রাকচার
- ➡ HTML কোড সেভ করা এবং রান করা।
- ➡ HTML- এ মন্তব্য (comment) করা।
- ➡ HTML এর ট্যাগ সমূহ।
- ➡ HTML-এর color কোড।
- ➡ HTML ফন্ট ফ্যামিলি।
- ➡ HTML- এ ছবি (ইমেজ) সংযুক্তিকরন।
- ➡ HTML- লিষ্ট এর ব্যবহার।
- ➡ ওয়েব পেজে লিংক তৈরী করা।
- ➡ HTML দিয়ে ইমেইল(Email) এ্যাড্রেস লিংক করা।
- ➡ HTML দিয়ে টেবিল তৈরী।

- ➡ HTML ফ্রেম সেট ট্যাগ।
- ➡ HTML পেজে ফর্মের ব্যবহার।
- ➡ হোম পেজের নাম করন।
- ➡ ডোমেইন এবং হোস্টিং নিয়ে কিছু কথা।

arifk@arim

যারা ওয়েবডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চান এবং নিজেকে একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান তাদেরকে সঠিক নিয়মে ওয়েব প্রোগ্রামিং- এর ভাষা সম্বন্ধে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা জরুরি। তা না হলে আপনাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। HTML হল ওয়েবসাইট তৈরী করার একটা প্রাথমিক ভাষা। তবে হ্যাঁ, আপনি HTML না শিখেও ওয়েবসাইট তৈরী করতে পারবেন। এই যেমন ধরেন **Microsoft Front Page, Micromedia Dreamweaver, Joomla,wordpress etc.** আমার এমন অনেক বন্ধুদের সাথে পরিচয় আছে যারা HTML না জেনেও উল্লেখিত সফটওয়্যারগুলো দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরী করেছে। তাহলে আপনি কষ্ট করে কেন HTML শিখবেন? আপনি যদি কোন সফটওয়্যার ফার্মে জব করতে চান বা নিজে একজন ফ্রিল্যান্সার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চান তাহলে কিন্তু উল্লেখিত সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আপনি অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, এমন হবে তখন আপনাকে নিজে নিজে কোড করতে হবে। এজন্যই HTML শেখাটা জরুরী। আমি নিজেও HTML দিয়ে শুরু করেছিলাম আর এটা খুব সাধারণ একটা ভাষা। আপনি ৬- ৭ দিন অনুশিলন করলেই শিখে যাবেন। এবার আসুন আরো কিছু বিষয় জেনে নিই....



ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কি?

ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, ক্লাইন্ট/সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং, ওয়েব সার্ভার, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি শব্দগুলো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর সাথে জড়িত। এগুলো দিয়ে ইন্টারনেটের (World Wide Web) জন্য ওয়েবসাইট তৈরী করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। তবে প্রফেশনালদের জন্য যেটা প্রচলিত তা হচ্ছে মার্ক আপ এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ওয়েব সাইট তৈরী করা এখানে কোন ডিজাইন ইস্যু নেই। ডিজাইনের ব্যাপারটিতে প্রোগ্রামিং থাকবে না। শুধুমাত্র সাইটের আউটলুক দেখতে কেমন এসব নিয়ে এ জগৎ এবং এই সেক্টরটি হল ওয়েব ডিজাইন। আর যখনি প্রোগ্রামিং এর ব্যাপার চলে আসবে তখন তা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর পর্যায়ে চলে আসবে। তবে ইদানিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ডিজাইন শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহার এর শাব্দিক অর্থ লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বর্তমানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েব ডিজাইন এই শিল্পদুটি বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে।

ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে কি কি শিখতে হবে?

একজন পূনাক্স ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে আপনাকে ওয়েব ডিজাইন ও ওয়েব প্রোগ্রামিং শেখার কোন বিকল্প নেই। ফলে একজন ওয়েব ডেভেলপার পূর্ণাক্স ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে HTML, CSS, স্ক্রিপ্ট সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ Java Script এবং এর জনপ্রিয় framework বা লাইব্রেরী হচ্ছে jquery, সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ php এবং এর জনপ্রিয় framework বা লাইব্রেরী হচ্ছে CodeIgniter, ডাটাবেস হিসাবে Mysql, Flash এর action script ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় এবং ওয়েবসাইটের নজরকাড়া ডিজাইন করার জন্য Adobe photoshop, Illustrator, fireworks, ইত্যাদি শিখতে হয়।



HTML কি?

HTML (Hyper Text Markup Language) মূলত ওয়েব পেজ তৈরীর কাজে লাগে। এটা কোন কোনও Programming Language নই, তারপরও ওয়েব ব্রাউজারে যে কোন পেজের রেন্ডারিং HTML Language হয়, তা সে PHP, ASP, JSP যে প্রযুক্তি দিয়ে হোক না কেন। আপনি কোন ওয়েবসাইট এ গিয়ে আপনার ওয়েব ব্রাউজারে view মেনুতে গিয়ে page source এ ক্লিক করে ওয়েব পেইজটির সোর্স কোড দেখতে পারবেন আর `<>.....</>` চিহ্নের মাঝে কিছু ইংরেজী শব্দ দেখতে পারবেন। এদেরকে HTML Tag বলা হয়। বর্তমানে HTML এর সর্বশেষ ভার্সন হচ্ছে ৫। HTML এর Simple কিছু কোড আছে, যা একটু চেষ্টা করলেই আয়ত্ত করা সম্ভব। আমি এই বইতে HTML উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করা হইনি। আপনারা Google এ সার্চ দিলে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাবেন আর দয়া করে সেখান থেকে একটু জেনে নিবেন, কেমন।

যা যা প্রয়োজন:

HTML কোড লেখার জন্য নতুন কোন এডিটর এর এর প্রয়োজন নেই। আপনার কম্পিউটারের অতি পরিচিত Notepad ব্যবহার করেই HTML কোড লিখতে পারবেন। এছাড়াও অনেক কোড এডিটর আছে যার মধ্যে আমি (Geany)জীনিকে বেশি সাপোর্ট করি। এছাড়াও কোড লিখে রান করার জন্য একটি ব্রাউজারের প্রয়োজন হবে। যেমন: Internet explorer, Mozilla Firefox , Google chrome, Opera mini ইত্যাদি। এখন আপনি যেকোন একটি ব্রাউজার আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল দিন।

HTML ব্যাসিক স্ট্রাকচার:

HTML দ্বারা তৈরী যেকোন ওয়েব পেজের ব্যাসিক দুইটি অংশ থাকে। একটি HEAD এবং অন্যটি BODY। এই দুইটি অংশ এ্যাঙ্গেল ব্রাকেট দ্বারা আবদ্ধ থাকে ঠিক এই ভাবে <HEAD> এবং <BODY>. এদের হেড ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ বলে। HTML কোন ট্যাগ শুরু করলে তা বন্ধ করে দিতে হয়।তাই হেড এবং বডি ট্যাগ বন্ধ করার জন্য লিখতে হবে </HEAD> এবং </BODY>. যে কোন ওয়েব পেজ শুরু হয় <HTML> এবং শেষ হয় </HTML> দিয়ে এবং এর ভিতরে সমস্ত ট্যাগ আবদ্ধ থাকে। এছাড়াও আমরা কোন ওয়েব সাইট ব্রাউজ করার সময় ব্রাউজারের উপরের অংশে ওয়েব সাইটের শিরোনাম দেখতে পাই।এই শিরোনাম দেখানোর জন্য title ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এটা শুরু হয় <title> এবং শেষ হয় </title> যা এই HEAD এবং BODY এই দুটি ট্যাগের মধ্যে আবদ্ধ থাকে।(HTML এ ছোট ও বড় হাতের অক্ষরে কোন পার্থক্য করে না কিন্তু প্রোগ্রামিং ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য)চলুন আমরা এখন HTML-এর একটি ব্যাসিক স্ট্রাকচার দেখি:-

<HTML>

<HEAD>

এই অংশের ভিতর আপনি বিভিন্ন ট্যাগ যেমন: CSS, jS Style Sheet
ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।

<TITLE>

এখানে আপনি আপনার ওয়েব সাইটের শিরোনাম ব্যবহার করবেন।

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

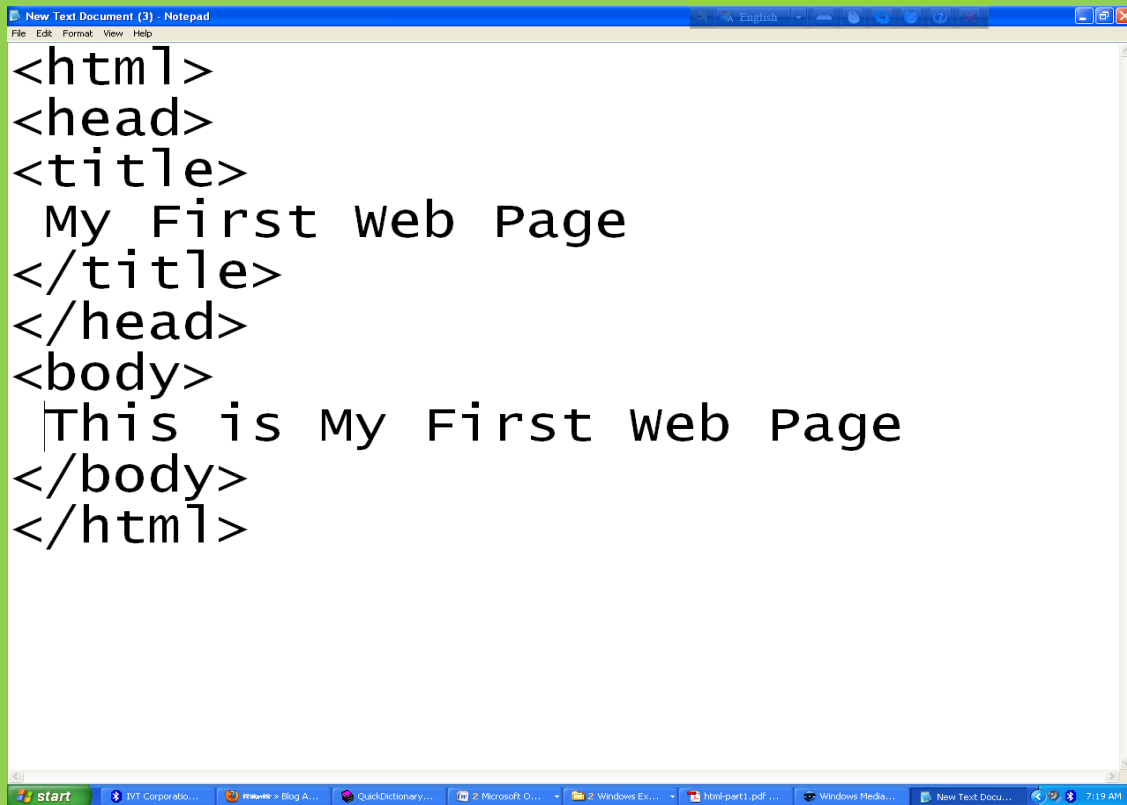
একটি ওয়েব সাইটের মূল content সমূহ Body ট্যাগের মধ্যে অবস্থান করে।
ট্যাগের মাঝেই বিভিন্ন Text, image, Table ইত্যাদি ফরমেটিং এর বিভিন্ন ট্যাগ
সমূহ এখানে ব্যবহার করবেন।

</BODY>

</HTML>

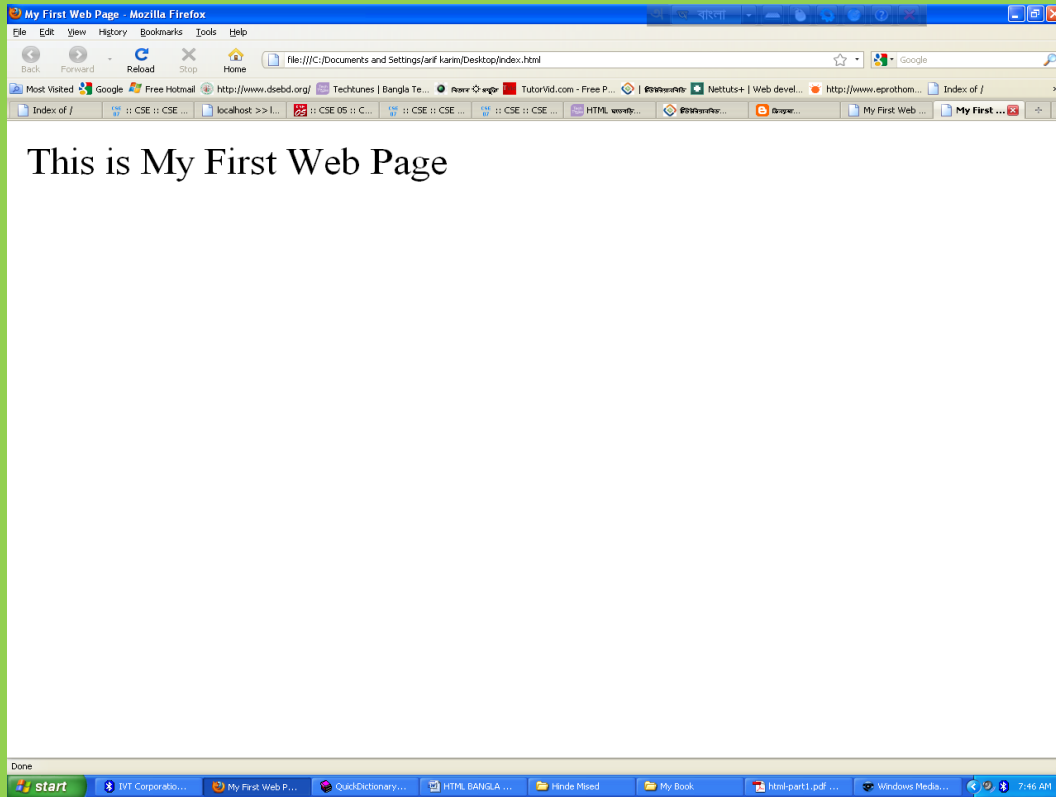
কোড সেভ করা এবং রান কর:

এবার আমরা দেখবো HTML ট্যাগগুলো দিয়ে কিভাবে ওয়েব পেইজ আকারে সেভ এবং ব্রাউজ করতে
পারবেন। এর জন্য Notepad বা অন্য কোন কোড এডিটর খুলুন এবং নিচের কোড গুলো Notepad-
এ কপি টাইপ করুন:



```
<html>
<head>
<title>
  My First Web Page
</title>
</head>
<body>
  This is My First Web Page
</body>
</html>
```

এখন টাইপ করা ফাইলটি আপনার হার্ডডিস্কে সেভ করতে হবে। এ জন্য প্রথমে File এ গিয়ে save as ক্লিক করুন। এখন একটু খেয়াল করুন File টি .html এক্সটেনশন-এ save করতে হবে। ধরুন আপনার File টির নাম index। তাহলে File টি save করবেন index.html এবং save as type এ All Files সিলেক্ট করুন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন নিশ্চই!!...ও আর একটা কথা আপনি এখানে .html এর পরিবর্তে .htm-ও বসাতে পারবেন। তবে অনুশীলন করার সময় যে কোন একটি শেখাই ভাল। এবার সেভ করা ডিরেক্টরীতে গিয়ে ডাবল ক্লিক করে ফাইলটি ওপেন করুন। নিচের মত দেখতে পারবেনঃ



এখন এসব স্তম্ভ। কি অনেক বেশি খারাপ লাগছে তাই না। কিছুক্ষণ বাইরে থেকে ঘুরে আসুন বা আপনার কম্পিউটার থেকে একটু মিষ্টি গান শুনুন দেখুন ভাল লাগবে।

আসুন এবার একটু অন্য বিষয় সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া যাক, CSS, Photoshop দিয়ে আপনি কিভাবে ওয়েব সাইটের ডিজাইন করবে। ডিজাইন নির্ভর করে অনেকটা টেমপ্লেট উপর। তাই প্রথমে আপনাকে টেমপ্লেট बनানো শিখতে হবে। এছাড়াও আপনি ইন্টারনেট থেকে অনেক ওপেন সোর্স টেমপ্লেট নিয়েও কাজ করতে পারেন। প্রথমে আপনাকে Photoshop দিয়ে একটা ওয়েব সাইটের মত টেমপ্লেট তৈরী করে নিতে হবে। (আপনি এটাকে সেভ করে রাখতে চাইলে PSD ফরমেট এ রাখতে পারেন।) এবার এটাকে Photoshop এ Slice টুল দিয়ে কেটে আপনাকে HTML/CSS দিয়ে কোড করতে হবে। তবে এটা আয়ত্ত করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

এখন আসুন HTML এর আরে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক:

HTML- এ মন্তব্য(comment) করা:

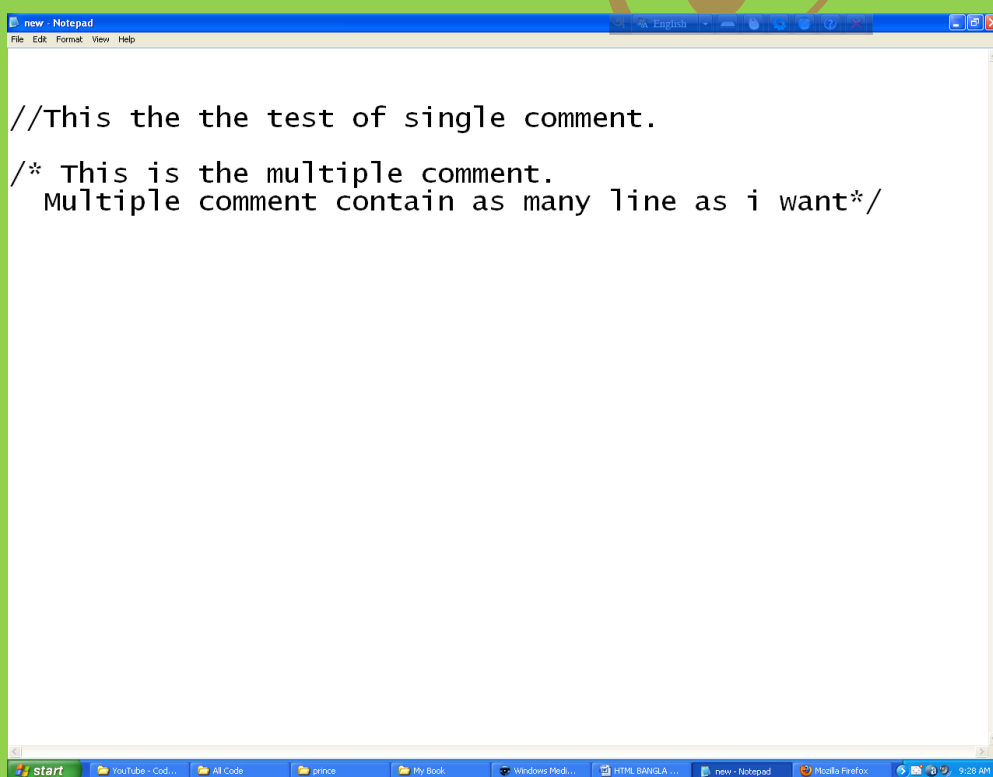
বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে অনেক সময় মূল প্রোগ্রামের মধ্যে প্রোগ্রামারকে নিজের বা অন্যকে বোঝানোর সুবিধার্থে মন্তব্য লেখার প্রয়োজন হয়। এই মন্তব্য ব্রাউজারে দেখাবে না কিন্তু প্রোগ্রামের মধ্যেই থাকবে। এই মন্তব্যকে comment বলে। চলুন নিয়ম গুলো জেনে নেওয়া যাক..

১. কোন মন্তব্য যদি এক লাইনের উপযোগী হয়, তবে // চিহ্নের পর মন্তব্য লিখে দিলেই চলবে। এর কোন সমাপনী চিহ্নের প্রয়োজন নাই।

২. কোন মন্তব্য যদি এক লাইনে না ধরে, তাহলে মন্তব্যের শুরুতে /* চিহ্ন দিতে হবে এবং শেষ করতে হবে */ চিহ্ন দিয়ে।

৩. এছাড়াও আপনি বেশি মন্তব্য লেখার জন্য <!-- আপনার মন্তব্য --> এই ট্যাগটি ব্যবহার করতে পারবেন।

নিচের চিএটি দেখুন:



```
//This the the test of single comment.  
/* This is the multiple comment.  
Multiple comment contain as many line as i want*/
```

HTML এর ট্যাগ সমূহ:

আমরা উপরে যে HTML এর পেইজ তৈরী করেছি সেখানে আমরা দুইটা অংশ দেখলাম একটি HEAD অন্যটি BODY. HEAD অংশে যে ট্যাগগুলো অবস্থান করে তার আউটপুট কখনও ব্রাউজার প্রদর্শন করে না। এগুলো সার্চইঞ্জিন গুলোকে ওয়েব পেজটির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে।(এই সম্পর্কে আপনাকে জানতে হলে সার্চইঞ্জিন অপটিমাইজেশন(SEO) পড়তে হবে।) আমি এখানে যে HTML এর যে ট্যাগসমূহ আলোচনা করবো তা শুধু BODY অংশে ব্যবহার করা হয়। তাহলে চলুন দেখে নিই:

১. **** এবং **** এর মাঝে কোন টেক্সট লিখলে ব্রাউজারে তা বোল্ড আকরে দেখাবে। যেমন: ** I AM BOLD **.
২. **<I>** এবং **</I>** এর মাঝে কোন টেক্সট লিখলে ব্রাউজারে তা ইটালিক আকরে দেখাবে। যেমন: **<I> I AM ITALIC </I>**.
৩. **<U>** এবং **</U>** এর মাঝে কোন টেক্সট লিখলে ব্রাউজারে তা অন্ডারলাইন আকরে দেখাবে। যেমন: **<U> I AM UNDERLINE </U>**.
৪. **<BLINK>** এবং **</BLINK>** এর মাঝে কোন টেক্সট লিখলে ব্রাউজারে জ্বলানো আকরে দেখাবে। যেমন: **<BLINK> I AM BLINK </BLINK>**.

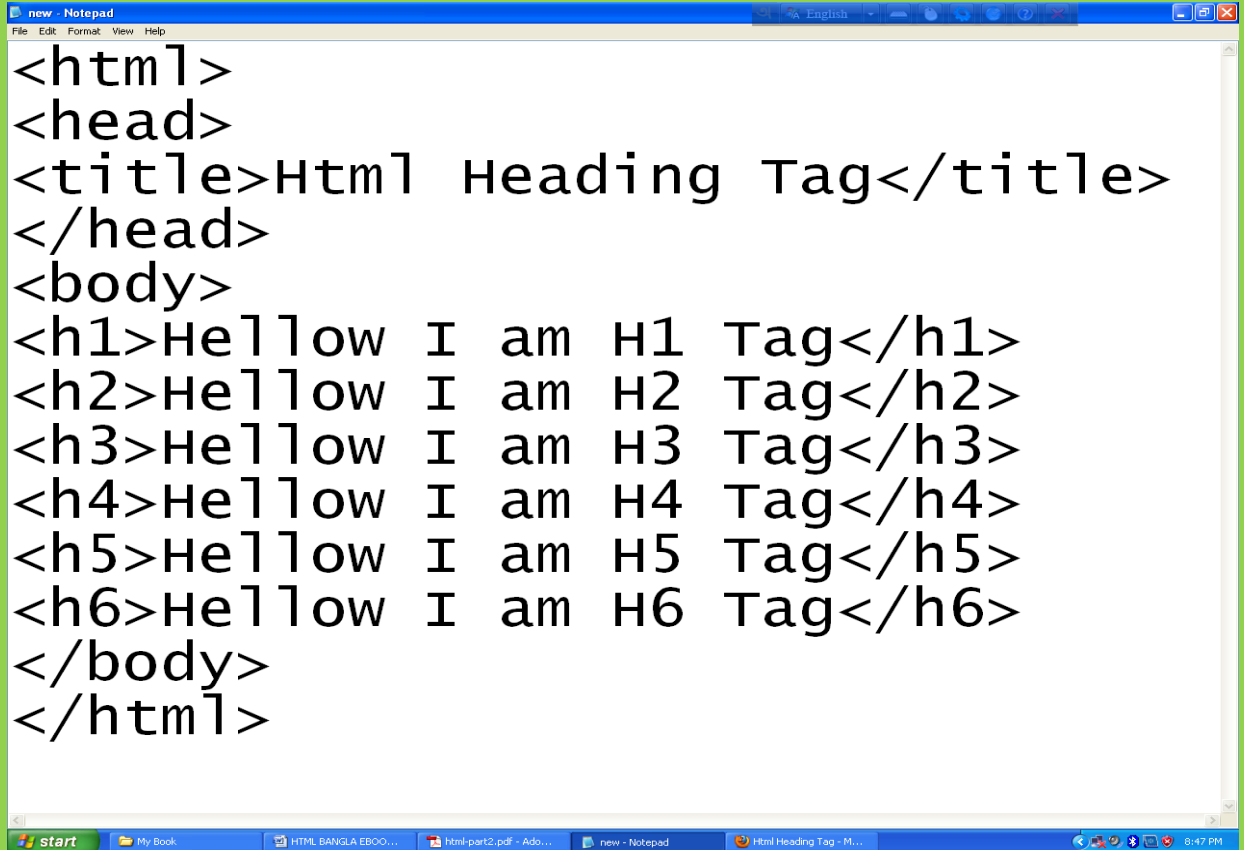
এছাড়াও আপনি যদি কোন লেখাকে একই সাথে বোল্ড, ইটালিক, অন্ডারলাইন করতে চান তাহলে এভাবে ব্যবহার করবেন:

**<I><U> I AM BOLD, I AM ITALIC, I AM UNDERLINE
TEXT </U></I>**

HTML ট্যাগ ব্যবহারের একটি ছোট্ট নিয়ম আছে, তা হোল সবচেয়ে শেষে শুরু হওয়া ট্যাগটিকে সবার আগে ক্লোজ করতে হবে। যদিও এটা কোন বাধ্যবাধকতা নিয়ম না এবং আপনি যদি এটা মেনে নাও চলেন, তবুও আধুনিক যে কোন ব্রাউজার আপনাকে আউটপুট দিতে সক্ষম হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এটা ব্যতিক্রম হতে পারে, তাই নিয়মটি মেনে চলাই ভালো।

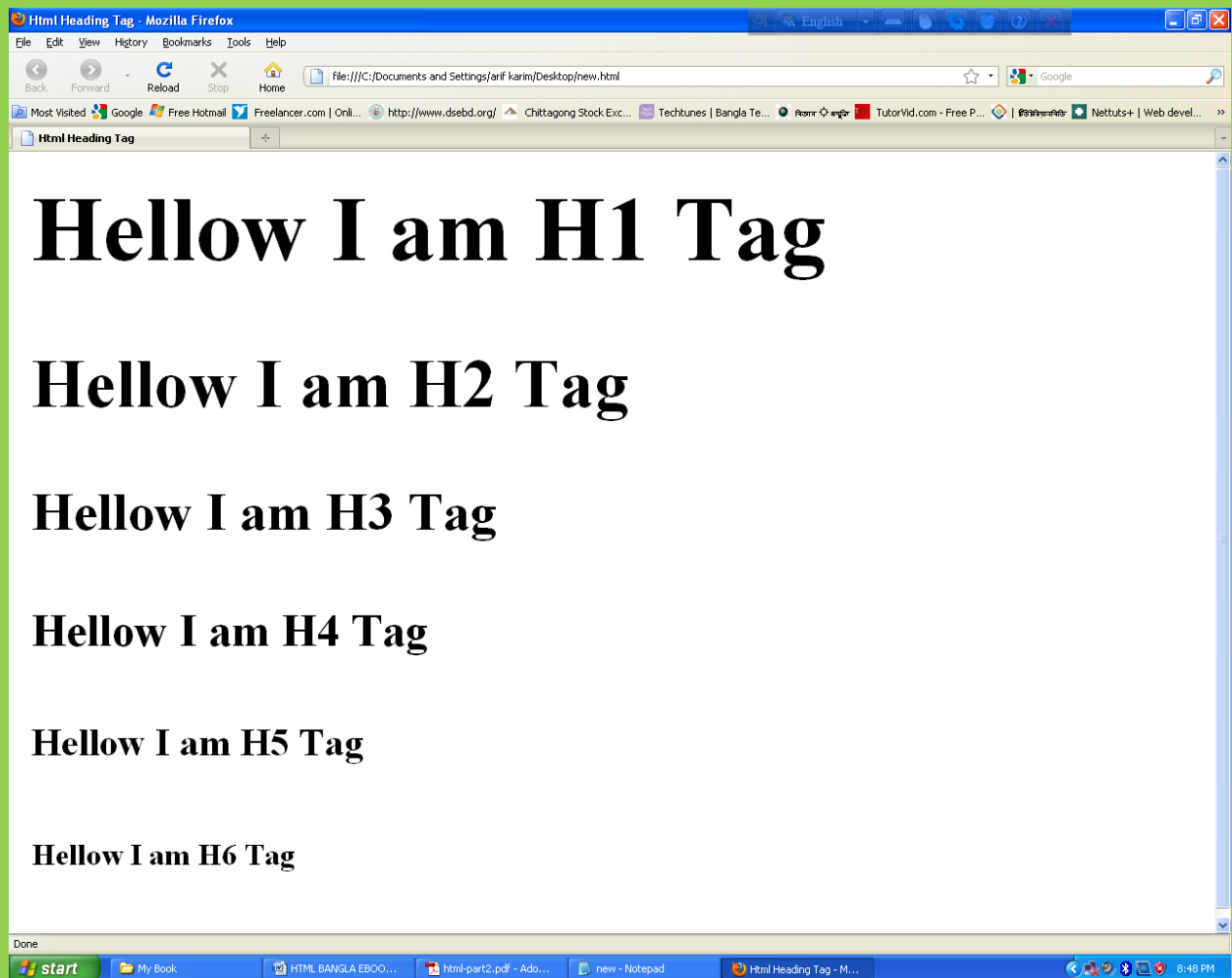
এবার আমরা টেক্সট নিয়ে একটু সহজ ও মজার বিষয় সম্বন্ধে জানবো।

৫. HTML- এ কোন টেক্সটকে হেডিং হিসেবে দেখানোর জন্য ৬ রকমের ট্যাগ আছে। সেগুলো হলো- H1, H2, H3, H4, H5, H6. আসুন এবর নিচের ছবির দিকে তাকাই তাহলে বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

A screenshot of a Windows Notepad application window. The window title is "new - Notepad". The menu bar includes "File", "Edit", "Format", "View", and "Help". The text area contains the following HTML code:

```
<html>
<head>
<title>Html Heading Tag</title>
</head>
<body>
<h1>Hello I am H1 Tag</h1>
<h2>Hello I am H2 Tag</h2>
<h3>Hello I am H3 Tag</h3>
<h4>Hello I am H4 Tag</h4>
<h5>Hello I am H5 Tag</h5>
<h6>Hello I am H6 Tag</h6>
</body>
</html>
```

The taskbar at the bottom shows the "start" button, a "My Book" folder, and several open files: "HTML BANGLA EBOO...", "html-part2.pdf - Ado...", "new - Notepad", and "Html Heading Tag - M...". The system clock in the bottom right corner shows "8:47 PM".



এখন মনে করুন আপনি হেডিং ট্যাগগুলো আপনার ওয়েব সাইটে বসালেন কিন্তু লেখাগুলো আপনি বামে, ডানে, মাঝে বসাতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্যাগের ভিতর এ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে। যেমন: আপনি যদি H1 এর কন্টেন্টসমূহ ওয়েব পেজের মাঝখানে বসাতে চান তাহলে আপনাকে এই ভাবে লিখতে হবে `<H1 align="center">Hi, I am Arif Karim</H1>`. এখানে align হচ্ছে H1 ট্যাগের এ্যাট্রিবিউট এবং সমান সমান চিহ্নের পরে উর্দ্ধকমার ভিতরের অংশটুকু হলো এর ভ্যালু। এছাড়াও লেখাগুলো বামে, মাঝে নেওয়ার জন্য এ্যাট্রিবিউট অন্য ভ্যালু হচ্ছে left ও right.

৬. কোন বড় ধরনের রচনা প্যারা আকারে পেতে চাইলে ব্যবহার করুন `<p>` এবং ট্যাগ বন্ধ হবে আগের মতই। অর্থাৎ `<p>I am paragraph tag and write here</p>`. `<p>` ট্যাগেও হেডিং সমূহের align এ্যাট্রিবিউট একইভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন:

`<p align="center"> I am paragraph tag and write here</p>`.

৭. আপনি যদি আপনার টেক্সট এডিটরে কয়েক লাইন টাইপ করে যান এবং এরপর ফাইলটি HTML পেজে সেভ করেন, তাহলে দেখবেন আপনার পূর্বের লেখার ফরমেটিং নষ্ট হয়ে গেছে এবং কোন লাইন ব্রেক অক্ষুণ্ণ নেই। পূর্বের লেখার ফরমেটিং অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইলে ব্যবহার করুন `<PRE>` `</PRE>` ট্যাগ।

৮. আমরা যখন কম্পিউটারে লেখার সময় লাইন ব্রেকের প্রয়োজন হলে Enter দিই। তেমনি HTML-এ লাইন ব্রেকের প্রয়োজন হলে `
` ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এর কোন ক্লোজিং ট্যাগ নাই।

৯. ফন্টের মাঝ বরাবর দাগ থাকা অবস্থাকে Strikethrough বলে। এর জন্য ট্যাগটি হলো: `<S>.....</S>` বা `<STRIKE>.....</STRIKE>`।

১০. মূল লেখার এক লাইন নিচে (Subscript) লেখার জন্য `_{....}` ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়। যেমন: আপনি Water=H₂O লিখবেন। তাহলে ট্যাগটি হবে- Water=H`₂`O.

১১. মূল লেখার এক ঘর উপরে (Superscript) লেখার জন্য `^{....}` ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়। যেমন: Today is 22th June লিখবেন। তাহলে ট্যাগটি হবে Today is 22`th`June.

১২. `<CENTER>.....</CENTER>` ট্যাগের মাঝে কোন কনটেন্ট লিখলে তা ওয়েব পেজের মাঝখানে চলে আসবে।

১৩. আমরা যখন কম্পিউটারে কোন কিছু টাইপ করার সময় লাইনের মধ্যে ফাঁকা রাখার জন্য space key প্রেস করি। তেমনি ওয়েব পেজে লাইনের মধ্যে ফাঁকা রাখার জন্য ` ` ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়।

১৪. `<DIV>...</DIV>` ট্যাগটি দ্বারা পেজের বিভিন্ন ডিভিশনের লেআউট ডিজাইন করা যায়।

১৫. প্রি-ট্যাগের সাহায্যে নতুন লাইন সৃষ্টি করার জন্য নিউ লাইন ট্যাগ ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়। এর চিহ্ন হল `\n`। অর্থাৎ আপনার লেখা শেষে এই চিহ্ন দিলে এটা নতুন লাইন তৈরীর সুবিধা প্রদান করবে।

১৬. কোন শব্দ বা বাক্যকে উদ্ধৃত হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্য ব্লককোট ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। ট্যাগটি হল- `<BLOCKQUOTE>....</BLOCKQUOTE>`

১৭. ওয়েব পেজে লম্বা ও সমান্তরাল লাইন দেওয়ার জন্য <HR> ট্যাগটি ব্যবহার করুন। এই ট্যাগেরও কোন ক্লোজিং ট্যাগ নাই। তবে এর ভিতরে এ্যাট্রিবিউট হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন align, width, size এবং color. তবে color এর এ্যাট্রিবিউট সব ব্রাউজারে কাজ করে না। এবার আসুন এ্যাট্রিবিউট সম্বন্ধে একটু জেনে নিই...

Align= আগের মতই ব্যবহার করতে পারবেন।

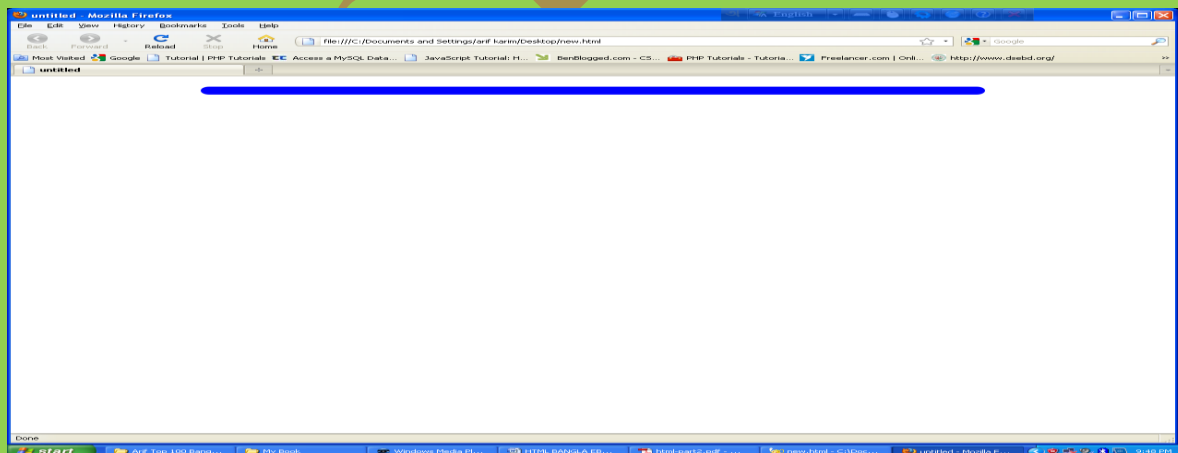
Width= এর ভ্যালু হিসাবে আপনাকে শতকরা দিতে হবে যা আপনি আপনার পেজে কতটুকু অংশ নিয়ে ব্যবহার করতে চান। যেমন: width="70%".

Size= এর ভ্যালু হিসাবে আপনাকে পিক্সেল ব্যবহার করতে হবে। তার মানে আপনি লাইনটি আপনার পেজে কত পিক্সেলে পুরু দেখতে চান। যেমন: size="6".

তাহলে ট্যাগটি লিখতে হবে এরকম:

```
<HR align="center" width="70%" size="6" color="blue">.
```

আউটপুট দেখুন:



বি:দ্র: উল্লেখিত বিষয়গুলো সবসময় অনুশীলন করবেন। না হলে ভুলে যেতে আমার মত বেশি সময় লাগবে না কিন্তু(আসলে আমিও সব কিছু বেশি দিন মনে রাখতে পারি না..)

HTML color:

HTML- এ কালার হিসাবে আপনি যেকোন স্ট্যান্ডার্ড রং ব্যবহার করতে পারেন।

যেমন: red, blue, green, lime, gray, silver, black, white, orange, skyblue, navy, aqua, magenta, yellow, maroon, olive, pink, gold, wheat, teal, brown, chocolate, ivory, lavender, snow, tan.

এছাড়াও আপনার মনের মত রং ব্যবহার করতে চাইলে লাল, সবুজ, ও নীল(RGB) এই তিনটি রং-এর সমন্বয়ে তৈরী হেক্সাডেসিমল ফরমেটের কালার ব্যবহার করতে পারেন। এখানে সবচেয়ে সর্বনিম্ন ভ্যালু হচ্ছে 0(hex 00) এবং সর্বচ্চো ভ্যালু 255(hex FF).

হেক্সাডেসিমল ভ্যালু লেখার নিয়ম হলো, শুরুতে # চিহ্ন তারপর তিনটি ডাবল ডিজিট নাম্বার। যেমন: সাদা রং এর জন্য #FFFFFF.

এখন এখানে দেখুন:

Color Examples		
Color	Color HEX	Color RGB
	#000000	rgb(0,0,0)
	#FF0000	rgb(255,0,0)
	#00FF00	rgb(0,255,0)
	#0000FF	rgb(0,0,255)
	#FFFF00	rgb(255,255,0)
	#00FFFF	rgb(0,255,255)
	#FF00FF	rgb(255,0,255)
	#C0C0C0	rgb(192,192,192)
	#FFFFFF	rgb(255,255,255)

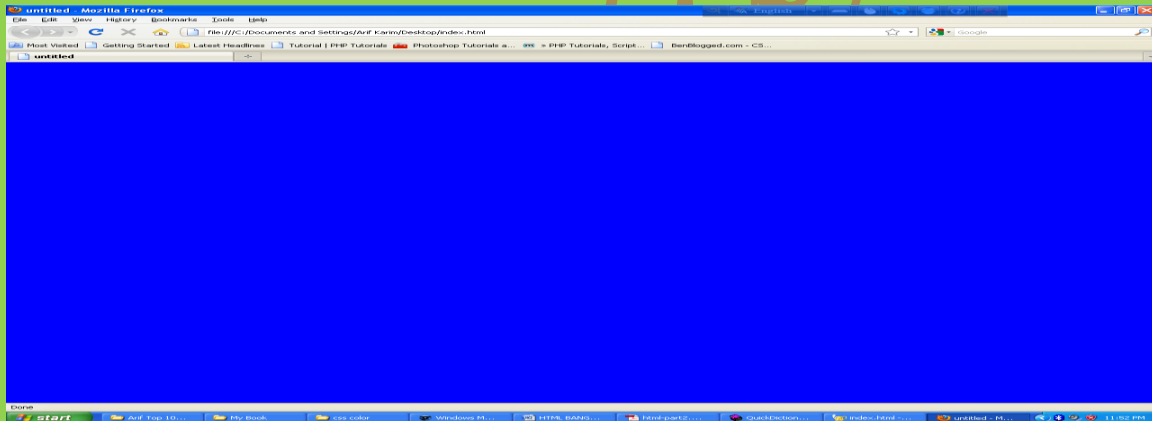
এছাড়াও আরো কালার সম্বন্ধে জানার জন্য এই তিনটি লিংকে ব্রাউজ করে দেখতে পারেন:

1. http://www.w3schools.com/css/css_colors.asp
2. http://www.w3schools.com/css/css_colorsfull.asp
3. http://www.w3schools.com/css/css_colornames.asp

১০. <BODY> ট্যাগের ভিতর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাইলে লিখতে হবে

```
<BODY BGCOLOR=#0000FF>.
```

ঠিক এরকম:



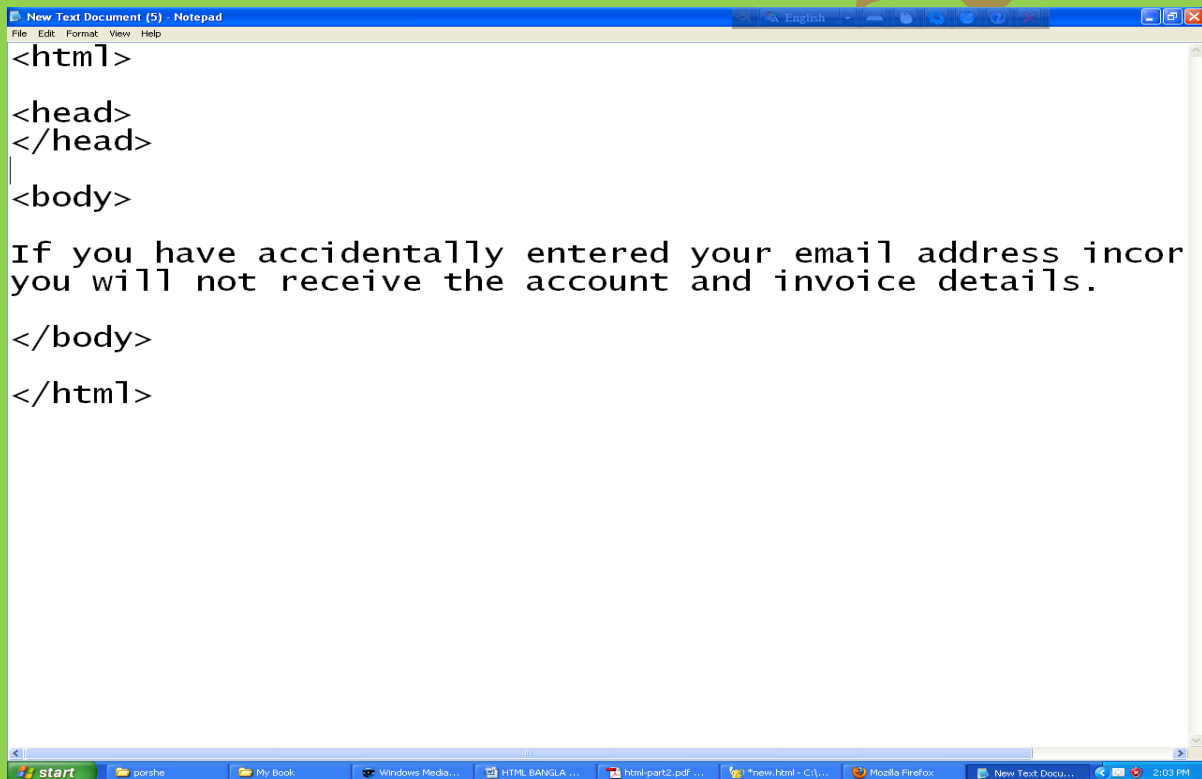
এছাড়াও আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে টেক্সট, ইমেজ ব্যবহার করেও ব্যাকগ্রাউন্ড এর চেহারাটাই পাল্টে দিতে পারেন। এর জন্য ট্যাগটি হবে-

```
<body bgcolor= "#0000FF" text="#FFFFFF" background="arif.jpg">
```

HTML ফন্ট ফ্যামিলি:

বেশিরভাগ ওয়েবব্রাউজার ডিফল্ট ফন্ট হিসাবে থাকে “Times New Roman”. কিন্তু আপনি যদি আপনার ওয়েব পেজের ফন্ট পরিবর্তন করতে চান। তাহলে আপনাকে কিছু নিয়ম কানুন মেনে ফন্ট পরিবর্তন করতে হবে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক..

এই কোডটি লিখুন:



```
<html>

<head>
</head>
<body>

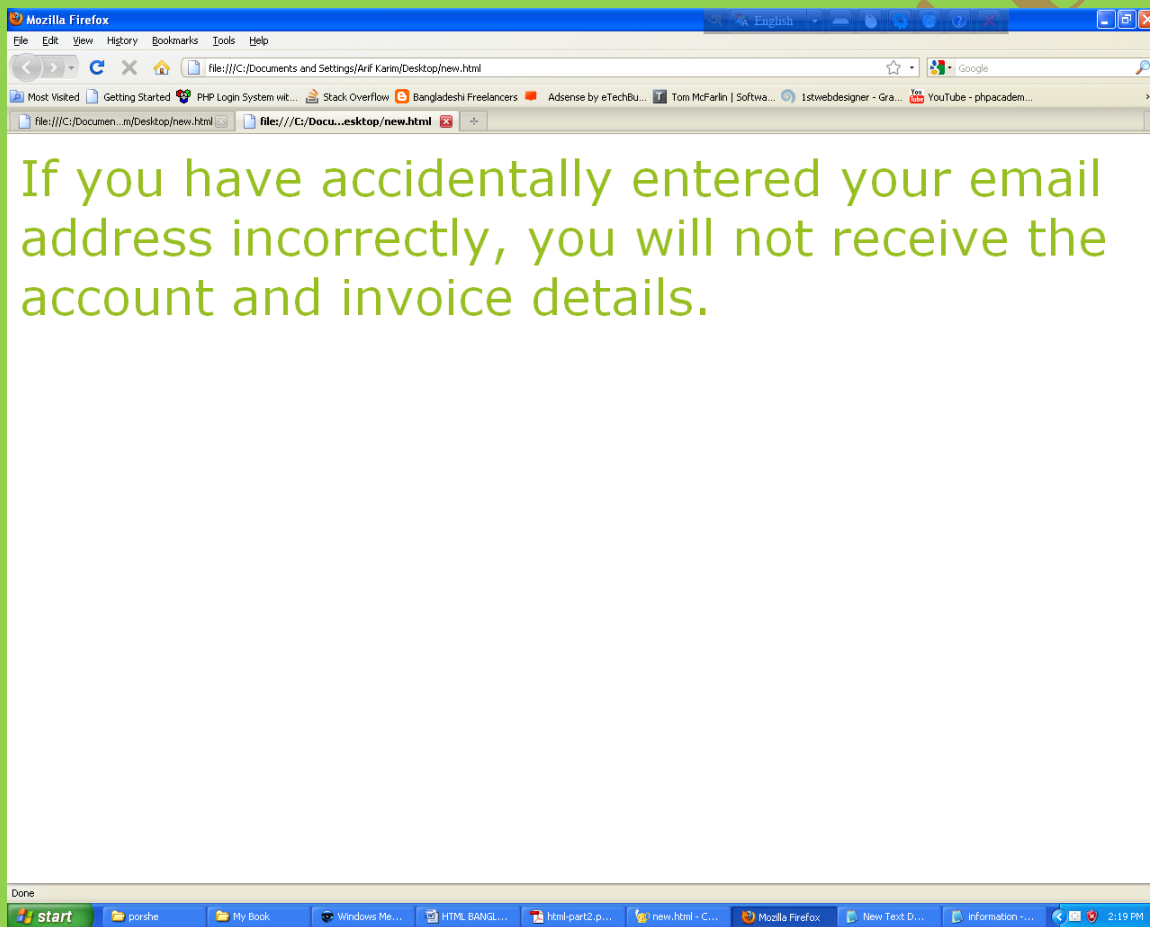
If you have accidentally entered your email address incor
you will not receive the account and invoice details.

</body>
</html>
```

এখন উপরের কোডটির ফন্ট পরিবর্তন করতে আমাদেরকে ... ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে। আর এ্যাট্রিবিউট হিসাবে face, size, color ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে উপরের কোডটি হবে এরকম:

```
<font face="verdana,Arial" size="6" color="#98bf21">If you have accidentally entered your email address incorrectly, you will not receive the account and invoice details.</font>
```

তাহলে আউটপুট হবে এরকম:



Face এ্যাট্রিবিউটিতে আপনি ফন্ট এর পূর্ণ নাম ব্যবহার করবেন। এখানে আপনি একাধিক ফন্ট এর নাম ব্যবহার করতে পারেন কারন আপনার ওয়েব সাইট ভিজিটরের কম্পিউটারে প্রথম ফন্ট ইনস্টল না

থাকলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফন্টটি ব্যবহার হবে। তবে এমন কোন ফন্ট ব্যবহার করবেন না, যা অন্য কোন কম্পিউটারে ইনস্টল থাকে না। কমন কিছু ফন্ট হচ্ছে-

“Times”, “Times New Roman”, “Helvetica”, “sans serif”, “Verdana”, “Tahoma”, “System”, “Courier”, “Courier New”, “Dialog” ইত্যাদি।

HTML- এ ছবি(ইমেজ) সংযুক্তিকরন:

Html দিয়ে ওয়েব পেজে ইমেজ সংযুক্তি করার জন্য আপনি যে ইমেজটি সংযুক্তি করবেন সেটি .gif বা .jpg/jpeg বা .png ফরমেটে সেভ করুন। এখন প্রশ্ন হলো ছবিটি কোথায় সেভ করবেন? আর যে পেজের সাহায্যে তা প্রদর্শন করবেন তার উপর নির্ভর করবে- লিংক ব্যবস্থা। এই বিষয়টি শুধু মাত্র স্থির ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এ্যানিমেশন ও ভিডিওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন আসুন শুরু করা যাক-

১. প্রথমে আপনি আপনার হার্ডডিস্কের যে কোন ড্রাইভে ঢুকে একটি ফোল্ডার তৈরী করুন এবং ফোল্ডারটির নাম দেন webpage. ধরুন আপনি D: ড্রাইভে ঢুকে ফোল্ডারটির নাম দিলেন webpage.

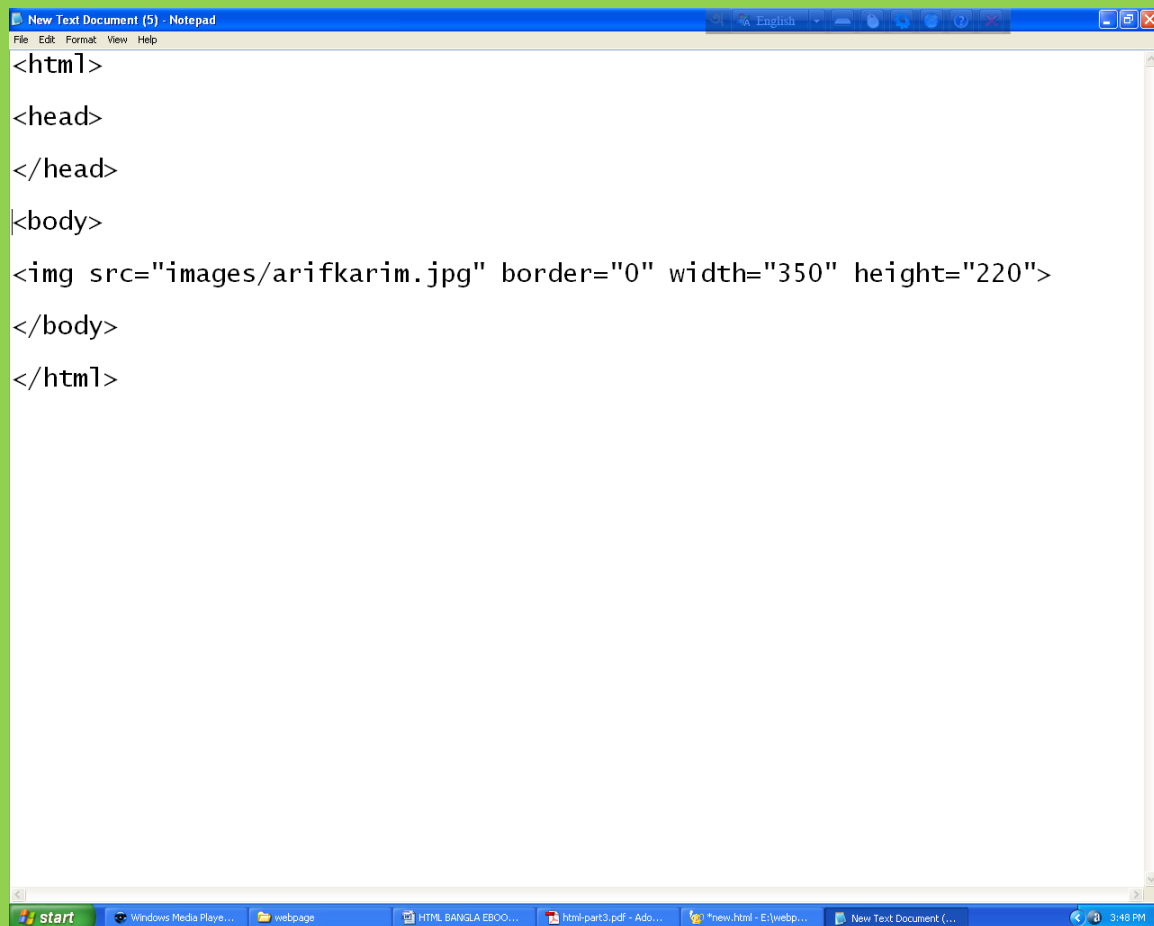
২. এখন আপনি webpage ফোল্ডারের ভিতর ঢুকে images নামে একটি ফোল্ডার তৈরী করুন।

৩. এবার আপনি যে ছবিটি রাখতে চান তার একটি নাম দিন। ধরুন আপনার ছবিটির নাম arifkarim.jpg এখন ছবিটি images ফোল্ডারের ভিতর paste করুন।

কি কাজটি কঠিন মনে হচ্ছে? একটু ঠান্ডা মাথায় করুন দেখুন ঠিকই পেরে গেছেন। আসুন এবার কোডটি দেখে নিই:

আপনার বডি ট্যাগের ভিতর এই কোডটি লিখুন-

ঠিক এই ভাবে. .



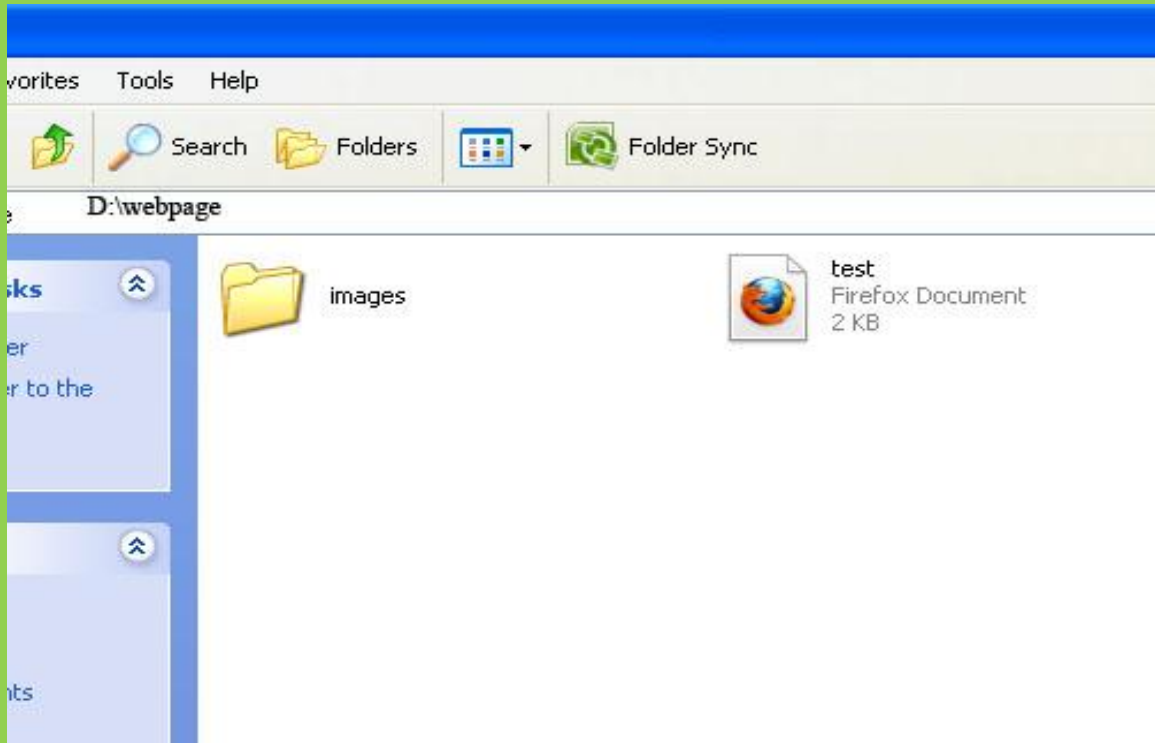
The screenshot shows a Notepad window titled "New Text Document (5) - Notepad". The menu bar includes "File", "Edit", "Format", "View", and "Help". The text area contains the following HTML code:

```
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications: Windows Media Player, a folder named "webpage", "HTML BANGLA EBOO...", "html-part3.pdf - Ado...", "new.html - E:\webp...", and "New Text Document (...)". The system clock in the bottom right corner displays "3:48 PM".

এখন আপনি কোডটি test.html নামে webpage ভিতরে সেভ করুন।



ব্যাস হয়ে গেল ওয়েব পেজে ইমেজ সংযুক্তিকরন। ও হ্যাঁ, আর একটি কথা ওয়েব পেজেটি স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে images ফোল্ডারটি কপি করতে ভুলবেন না যেন... কেমন!!

HTML- লিষ্ট এর ব্যবহার:

কখনও কখনও, তথ্যবলী সুদৃশ্যরূপে উপস্থাপিত করার জন্য ডকুমেন্টকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজানোর প্রয়োজন পড়ে। এই আঙ্গিকের একটি রূপ হলো তালিকা ভিত্তিক ফর্ম। তবে ওয়েব পেজে একটি বিশেষে পদ্ধিতে এই তালিকা প্রস্তুত করাকেই লিষ্ট বলে। HTML- এ লিষ্ট দুই ধরনের-

১.(অর্ডারড লিষ্ট)

২.(আন-অর্ডারড লিষ্ট)

এছাড়াও হলো লিষ্ট। এই ট্যাগটি বা ট্যাগের মধ্যবর্তী স্থানে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে।

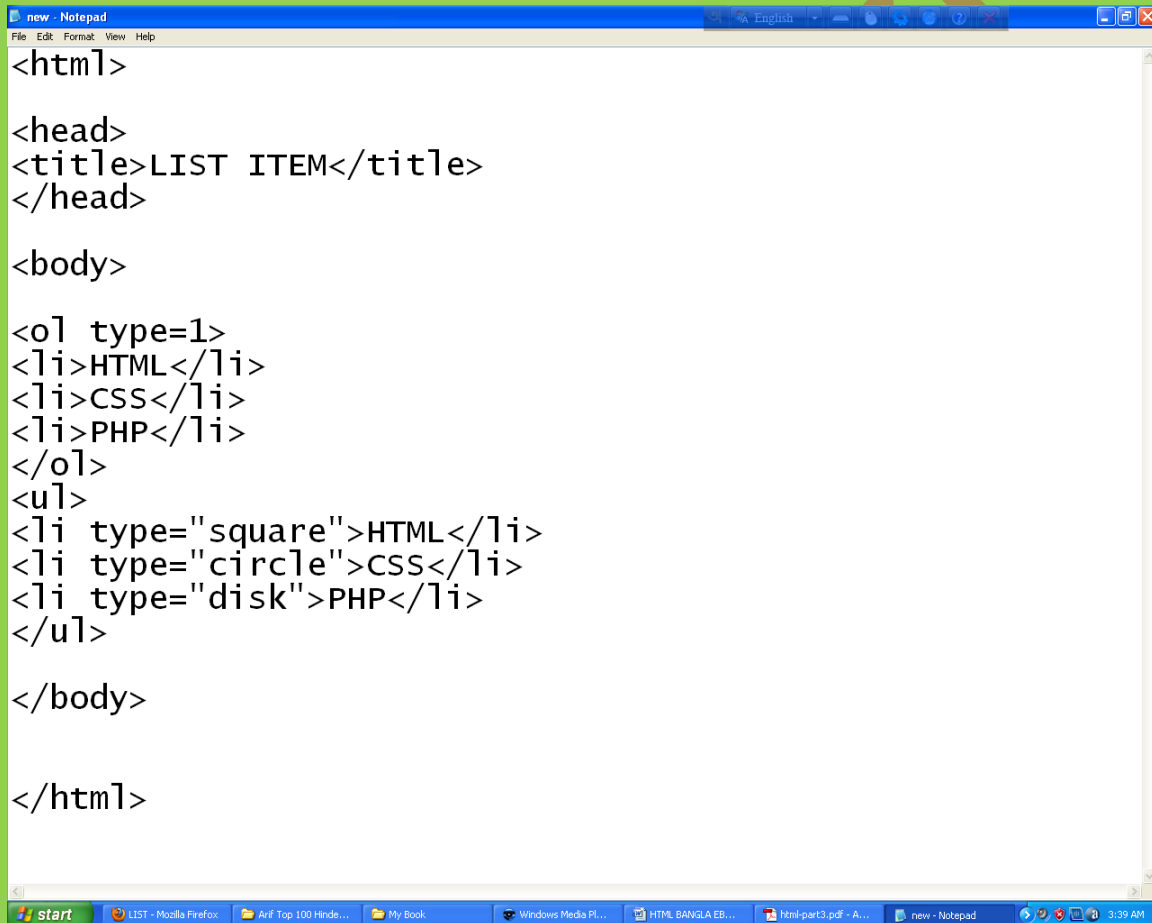
আসুন একটু বিস্তারিত জেনে নিই।

 হলো ordered list. কোন তথ্যবলী ১.২.৩ এরূপ নম্বরযুক্ত করতে হলে এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আপনি A, a, I, i গুলো type হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

 হলো unordered list. কোন তথ্যবলীকে square, circle, disc দেখাতে চাইলে এই ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

দুই লিষ্টেরই জন্যই type এ্যাট্রিবিউট হিসাবে আপনি এইগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।

চলুন একটা উদাহরন দেখে নিই। তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন।

A screenshot of a Windows Notepad application window titled 'new - Notepad'. The window contains the following HTML code:

```
<html>

<head>
<title>LIST ITEM</title>
</head>

<body>

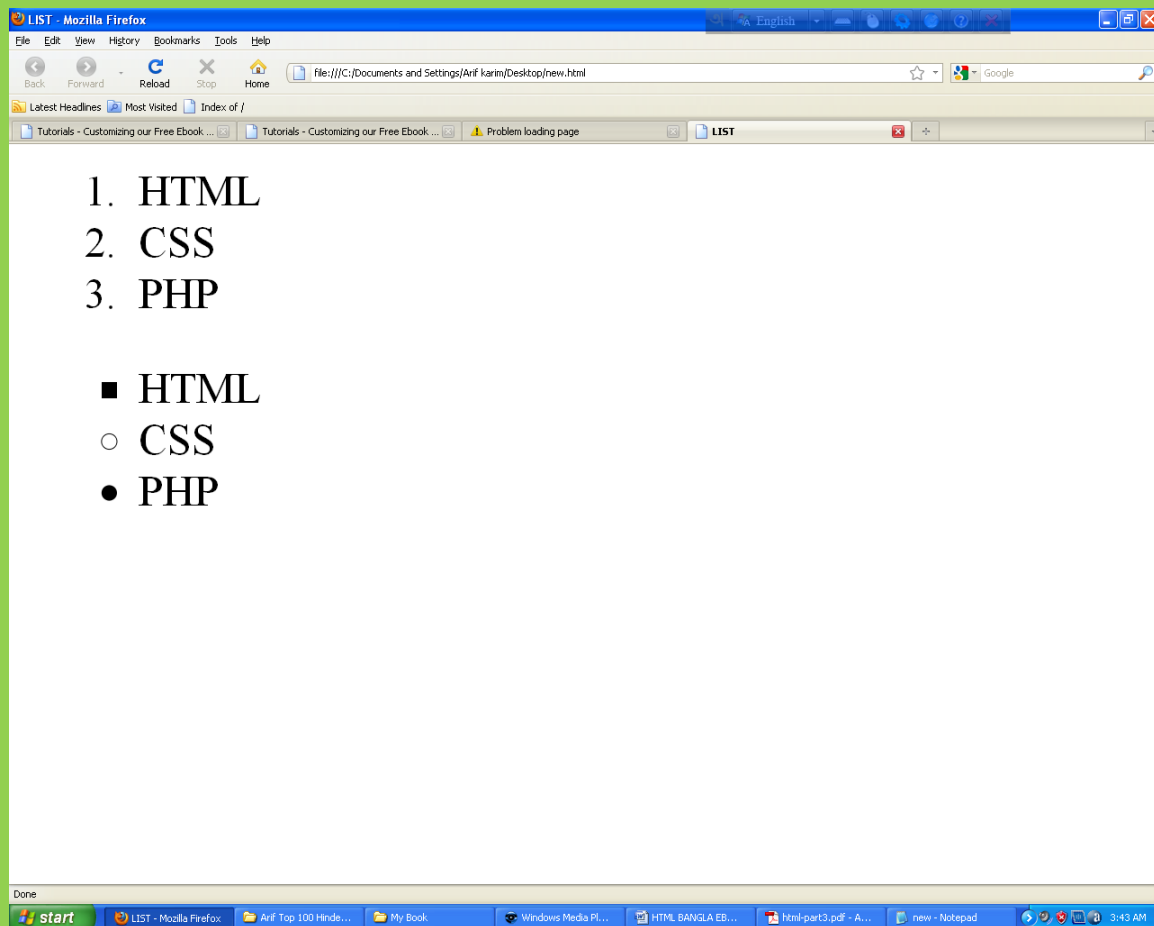
<ol type=1>
<li>HTML</li>
<li>CSS</li>
<li>PHP</li>
</ol>
<ul>
<li type="square">HTML</li>
<li type="circle">CSS</li>
<li type="disk">PHP</li>
</ul>

</body>

</html>
```

The taskbar at the bottom shows several open applications: 'start', 'LIST - Mozilla Firefox', 'Arif Top 100 Hinde...', 'My Book', 'Windows Media Pl...', 'HTML BANGLA EB...', 'html-part3.pdf - A...', and 'new - Notepad'. The system clock in the bottom right corner shows '3:39 AM'.

আউটপুট এরকম:



ওয়েব পেজে লিংক তৈরী করা:

এবার আমরা HTML-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ওয়েব পেজের লিংক তৈরী করা শিখবো। প্র্যাকটিকালী (practically) আমরা কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করার সময় কোন লেখার উপর ক্লিক করলে নতুন একটা উইন্ডো (window) খোলে। ওখানে ওয়েব পেজের লিংক বসানো থাকে। এছাড়াও আপনি যদি ওয়েব পেজের লিংক ব্যবহার না করেন তাহলে আপনি আপনার সাইটের তথ্য বেশি শেয়ার করতে পারবেন না। আরো অনেক সুবিধা আছে যা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

নিয়ম:

১. `<a>....` এ্যাংকর ট্যাগ দিয়ে লিংক তৈরী করা হয়।

২. এই ট্যাগের এ্যাট্রিবিউট হলো href. href এ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু হিসাবে আপনি যে পেজের সাথে বর্তমান পেজের সংযোগ ঘটাতে চান তার ঠিকানা দিতে হবে। এছাড়াও এ্যাংকর ট্যাগের ওপেনিং ও ক্লোজিং ট্যাগের মধ্যে কোন টেক্সট লিখতে হবে যা ভিজিটর দেখতে পাবে। এখন এই কোডটি দেখুন:

এবার আসুন একটি উদাহরন দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিই:

ধরুন, একটি ওয়েব সাইটের Home, Profile, Contact আছে। ওয়েব সাইট ব্রাউজ করার সময় প্রথমে Home পেইজে ঢুকলেন। আপনি এখন আপনার ওয়েব সাইটের Profile পেজে যাবেন। আমি Profile পেইজটির নাম দিলাম profile.html. তাহলে লিংকের জন্য কোড লিখতে হবে এরকম:

```
<a href="profile.html">Go To Profile page</a>
```

আউটপুট আসবে এরকম:

Go To Profile page

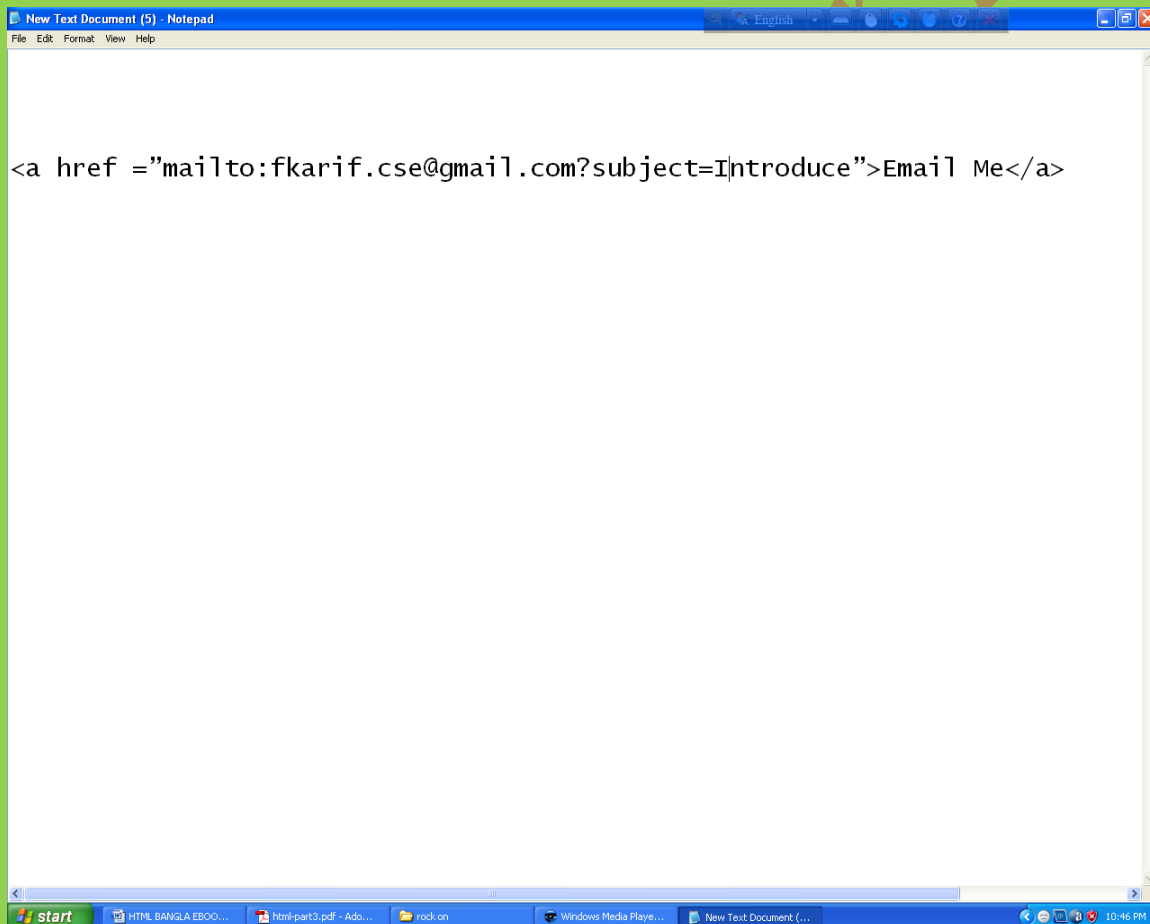
এছাড়াও এ্যাংকর ট্যাগের আরো কিছু অপশোনাল এ্যাট্রিবিউট আছে।

১. target এ্যাট্রিবিউট দ্বারা আপনার লিংকটি কিভাবে ওপেন হবে, তা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। যেমন: target="_new" target="_blank" লিংকটি লিখলে ওয়েব ব্রাউজারের নতুন একটি উইন্ডো(window) ওপেন হবে এবং target="_self" লিখলে লিংকটি ওয়েব ব্রাউজারের বর্তমান উইন্ডোতে ওপেন হবে।

২. title এ্যাট্রিবিউটতে title="click on the link will take you to the profile page" লিখলে ভিজিটর তার মাউস লিংক এ উপর রাখলে click on the link will take you to the profile page এই লেখাটি ভেসে উঠবে।

HTML দিয়ে ইমেইল(Email) এ্যাড্রেস লিংক করা করা:

ইমেইল লিংকের ক্ষেত্রে mailto: প্রোটোকল ব্যবহার করা হয়। যদিও এই প্রোটোকল HTML স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল নয়, তবুও এটি ব্যাপক ভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমেইল লিংক তৈরী করতে হলে mailto: প্রোটোকলের সাথে এ্যাংকর লিংক এবং ইমেল ঠিকানা লিখতে হয়। ধরা যাক আমাদের ইমেল ঠিকানা হল: fkarif.cse@gmail.com. এক্ষেত্রে এর লিংক হবে-



আউটপুট আসবে এরকম:

Email Me

এই লিংকটিতে ক্লিক করলে আপনার ইমেইল ক্লাইন্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে চালু হয়ে যাবে।
ফরমেটা হবে এরকম:

Address-এর

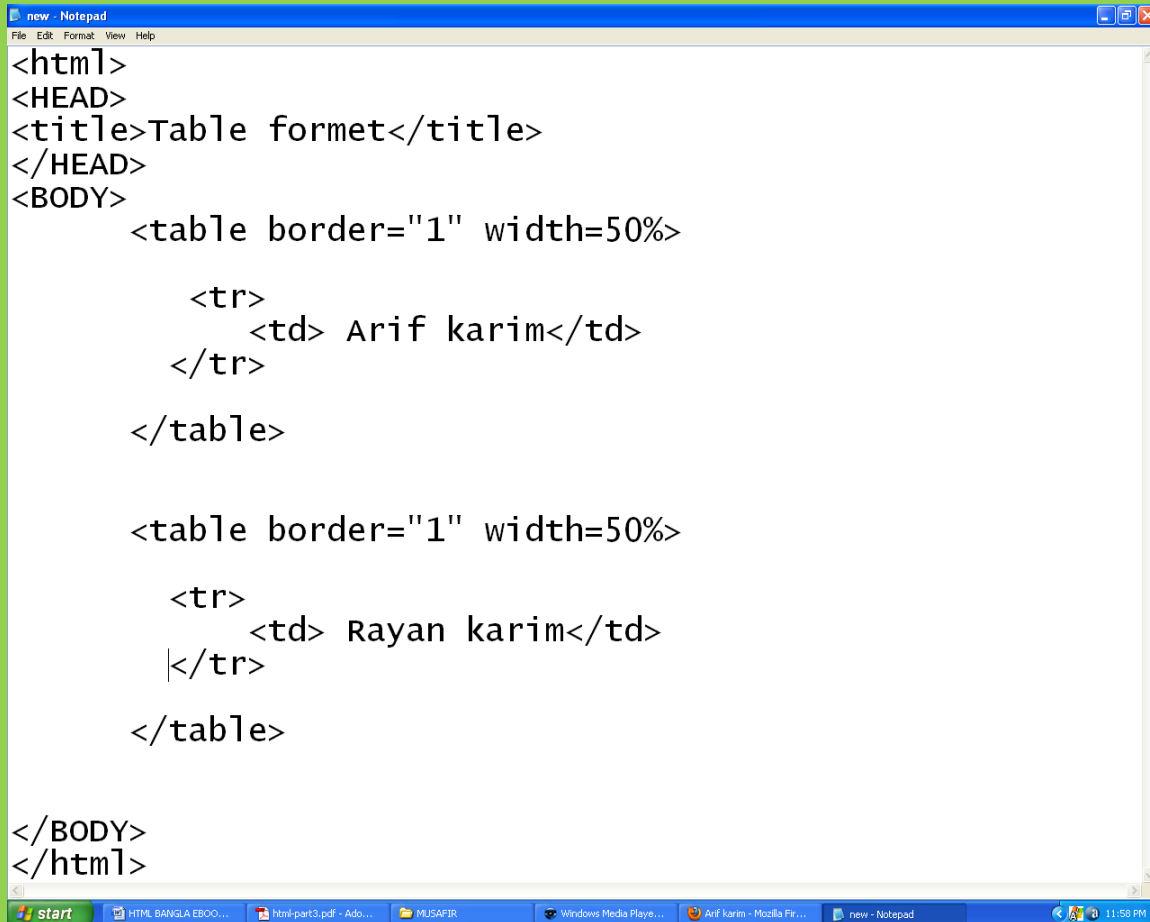
To Field: fkarif.cse@gmail.com

Subject: Introduce

কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তো। আশা করি বুঝতে পেরেছেন.....চলুন এবার অন্য বিষয় গুলো দেখে
যাক।

HTML দিয়ে টেবিল তৈরী:

ওয়েব পেজে টেবিল দিয়ে আপনি আপনার টেক্সটকে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে পারেন। চলুন আমরা একটা টেবিলের ফরমেট দেখে নিই। তারপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।



```
<html>
<HEAD>
<title>Table format</title>
</HEAD>
<BODY>
    <table border="1" width=50%>
        <tr>
            <td> Arif karim</td>
        </tr>
    </table>

    <table border="1" width=50%>
        <tr>
            <td> Rayan karim</td>
        </tr>
    </table>

</BODY>
</html>
```

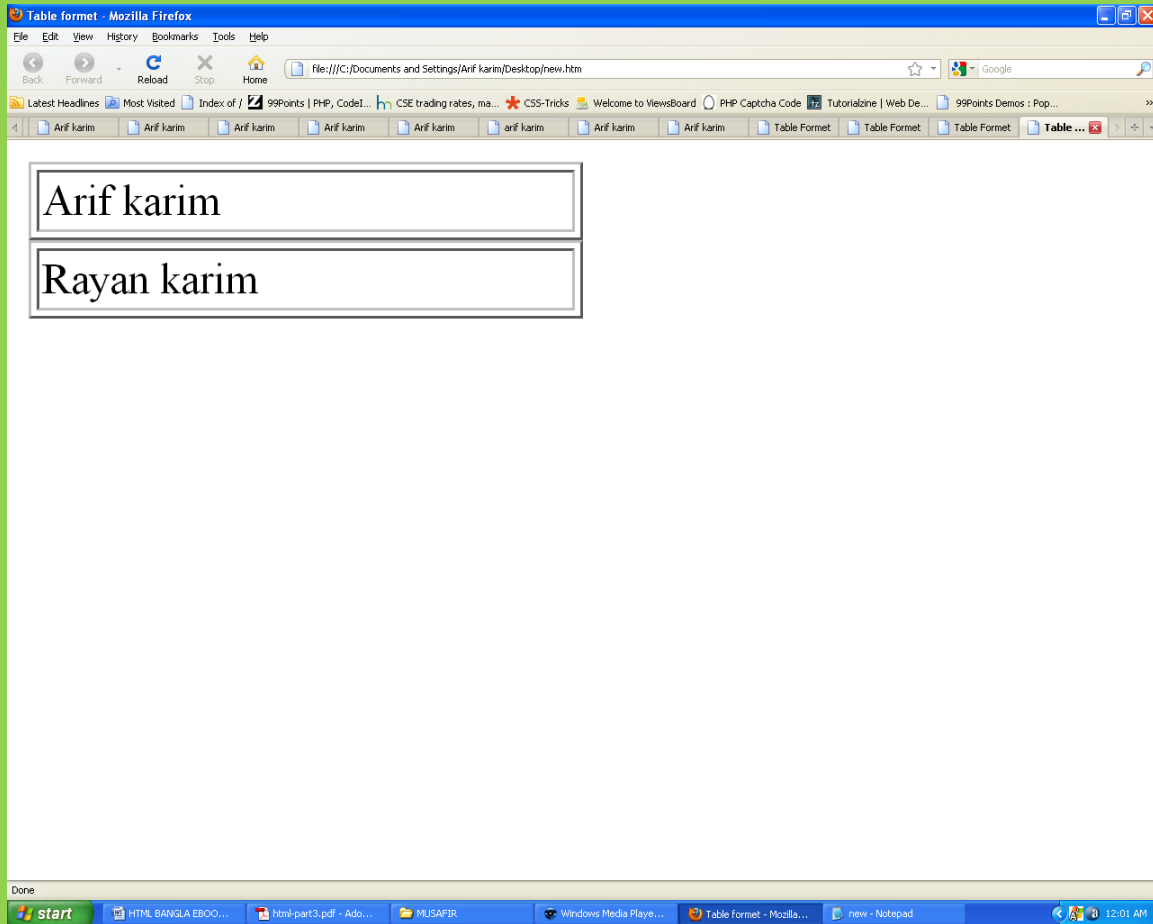
একটু খেয়াল করুন:

`<table>` (এই ট্যাগটি দ্বারা ওয়েব পেজে টেবিল তৈরীর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে)

`<tr>` (tr মানে table row. এই ট্যাগটি দ্বারা টেবিলের একটি রো তৈরী হবে)

`<td>` (td মানে এখানে যা লিখবেন তা রো এর ভিতর দেখাবে) `</td>`

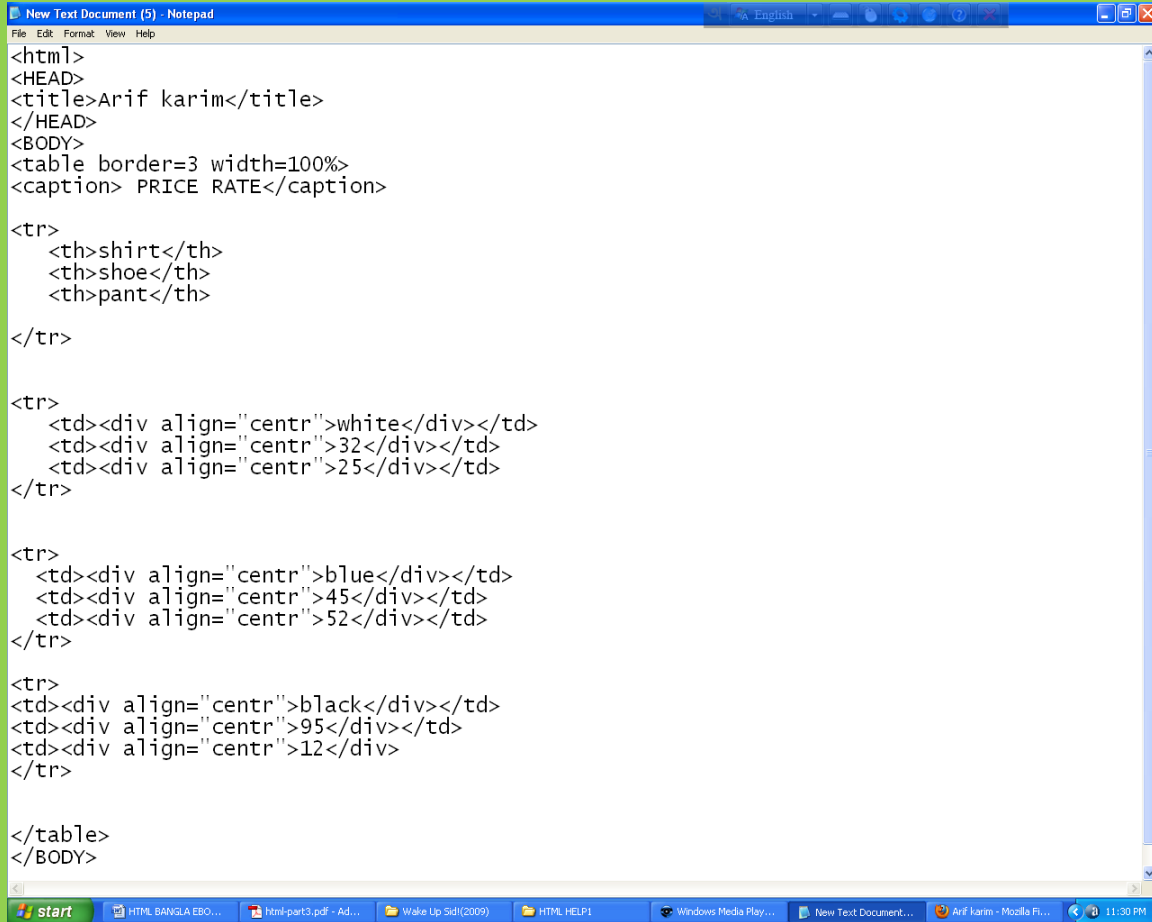
আউটপুট আসবে এরকম:



আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এটা কিন্তু খুবই সাধারণ টেবিল। পরে আমরা আরো সুন্দর টেবিল দেখবো।

ক্যাপশান তৈরী করা:

আমরা যখন কোন টেবিলে কোন তথ্যবলী উপস্থাপন করি,তখন উক্ত টেবিলে উপরে বা নিচে একটি নামকরন করে থাকি। একে বলা হয় ক্যাপশান। চলুন একটি উদাহরন দিয়ে দেখি:



```
<html>
<HEAD>
<title>Arif karim</title>
</HEAD>
<BODY>
<table border=3 width=100%>
<caption> PRICE RATE</caption>

<tr>
  <th>shirt</th>
  <th>shoe</th>
  <th>pant</th>
</tr>

<tr>
  <td><div align="centr">white</div></td>
  <td><div align="centr">32</div></td>
  <td><div align="centr">25</div></td>
</tr>

<tr>
  <td><div align="centr">blue</div></td>
  <td><div align="centr">45</div></td>
  <td><div align="centr">52</div></td>
</tr>

<tr>
  <td><div align="centr">black</div></td>
  <td><div align="centr">95</div></td>
  <td><div align="centr">12</div>
</tr>

</table>
</BODY>
```

আউটপুট আসবে এরকম:

Arif karim - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Back Forward Reload Stop Home

file:///D:/Application Resource/HTML/HTML HELP1/caption.html

Google

Latest Headlines Most Visited Index of / Department of Compu... Computer Science and... More Than 3100 Free ... 1stwebdesigner - Gra... 99Points | PHP, Code... CSE trading rates, ma... CSS-Tricks

Arif karim

PRICE RATE

shirt	shoe	pant
white	32	25
blue	45	52
black	95	12

Done

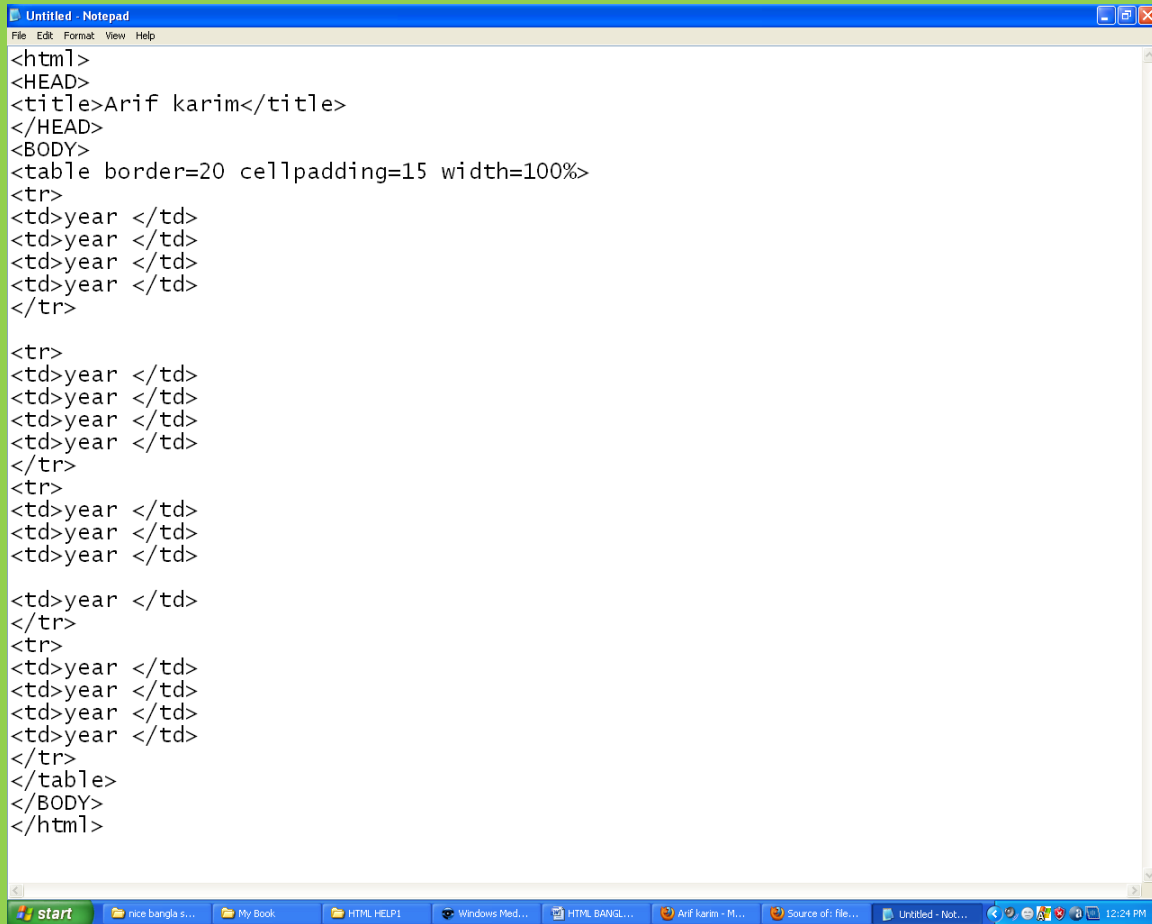
start

nice bangla songs-2 My Book HTML HELP1 Windows Media Play... HTML BANGLA EBOO... Arif karim - Mozilla Fir... 12:02 PM

আপনি ইচ্ছা করলে ক্যাপশানকে উপরে বা নিচে নিয়ে যেতে পারেন।

আপনি টেবিলের জন্য এটুকু জানলেই হবে। আপনি আরো জানার জন্য cellspacing, cellpadding এগুলো জেনে নিতে পারেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিছু ট্যাগ আকারে নিচে দিয়ে দিলাম। অনুশীলন করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

Cellpadding:



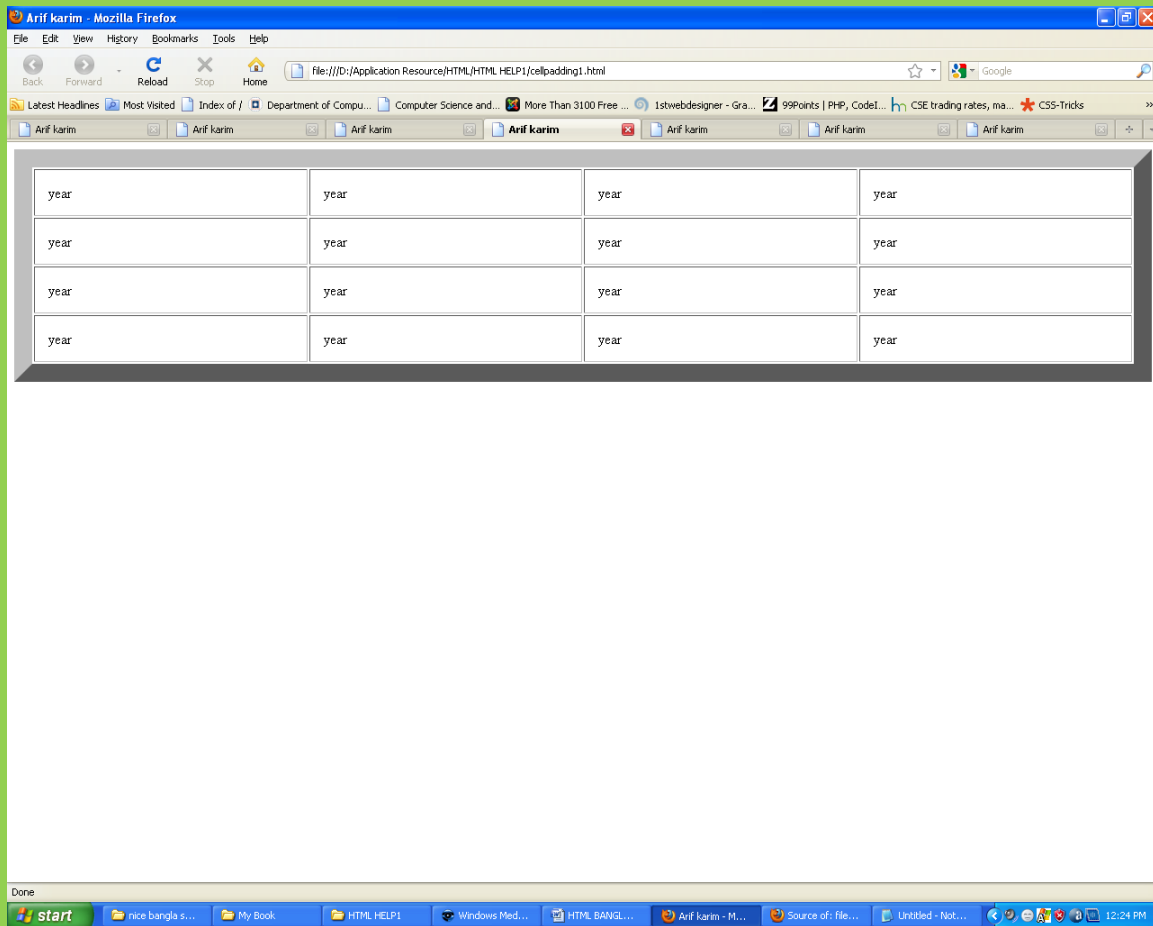
```
<html>
<HEAD>
<title>Arif karim</title>
</HEAD>
<BODY>
<table border=20 cellpadding=15 width=100%>
<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>

<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>

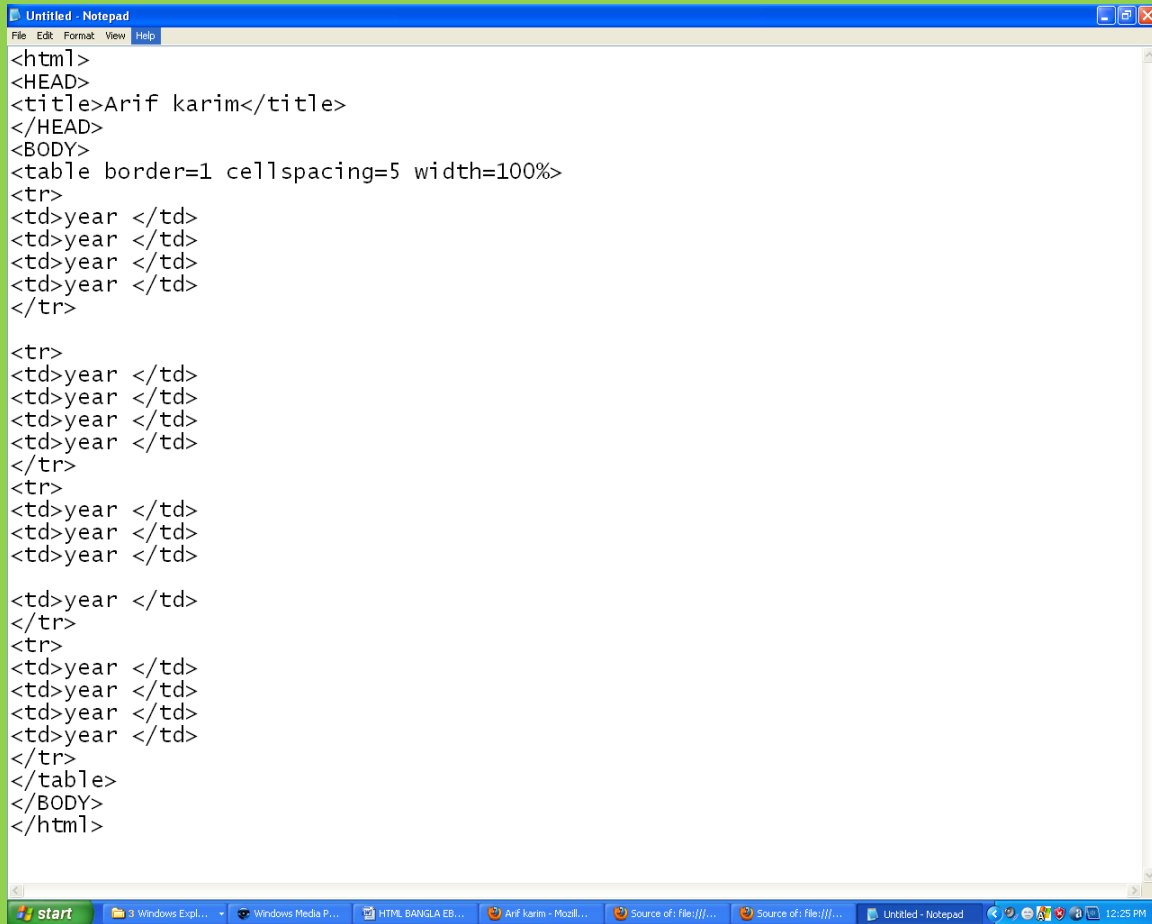
<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>

<td>year </td>
</tr>
<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>
</table>
</BODY>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:



Cellspeacing:



```
<html>
<HEAD>
<title>Arif karim</title>
</HEAD>
<BODY>
<table border=1 cellspacing=5 width=100%>
<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>

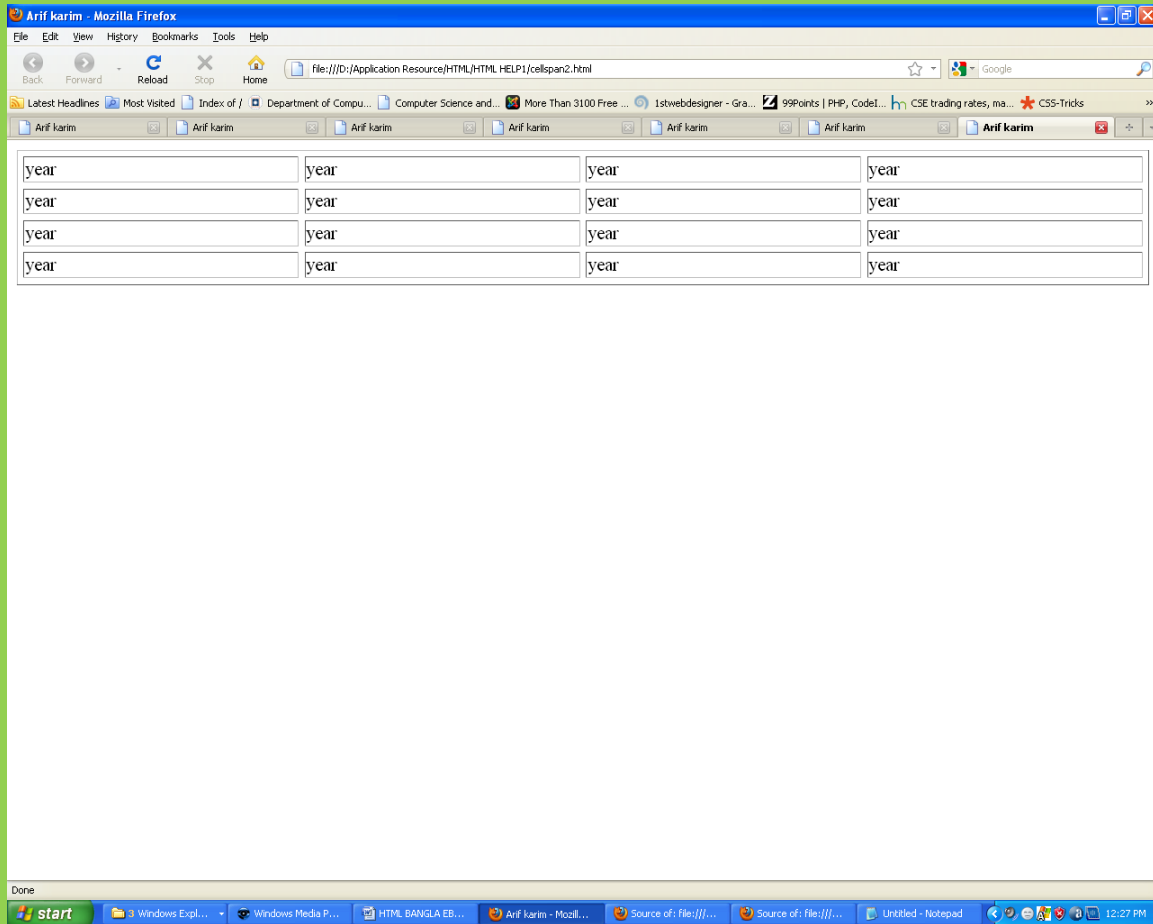
<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>

<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>

<td>year </td>
</tr>
<tr>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
<td>year </td>
</tr>
</table>
</BODY>
</html>
```

The screenshot shows a Notepad window titled 'Untitled - Notepad' with a menu bar (File, Edit, Format, View, Help). The text area contains the HTML code for a table with a border and cellspacing=5. The table has four rows, each with four 'year' cells. The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications: Windows Explorer, Windows Media Player, HTML BANGLA EB..., Arif karim - Mozilla..., Source of: file://..., Source of: file://..., and the Notepad window. The system clock shows 12:25 PM.

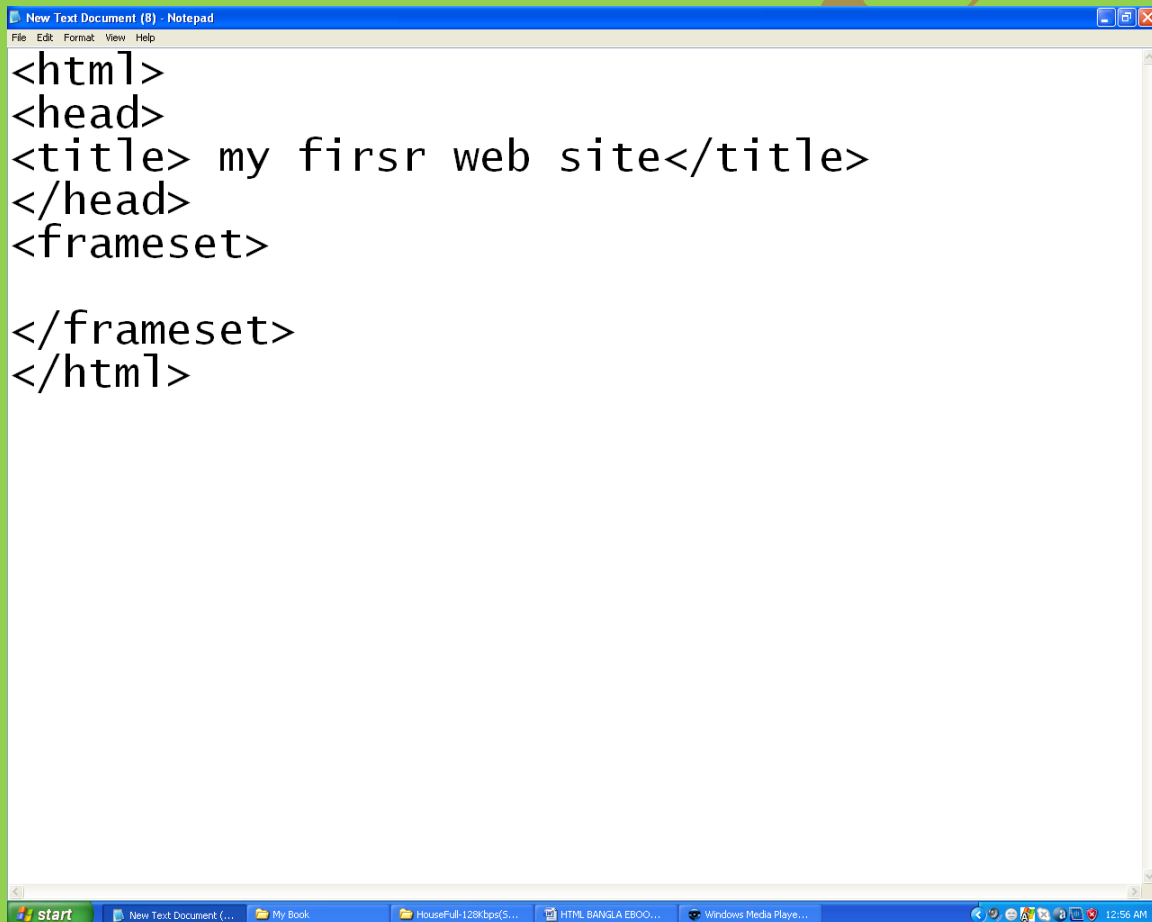
আউটপুট আসবে এরকম:



তবে বর্তমানে টেবিলের div বেস কাজ হয়। এটা জনার জন্য আপনাকে CSS(cascading style sheet) জানতে হবে। যা হোক এখন আমরা HTML এ ফিরে আসি। কারণ HTML না শিখে আপনি CSS ভাল ভাবে বুঝবেন না। চলুন HTML এর আরো কিছু জেনে নিই।

HTML দিয়ে ফ্রেম সেট ট্যাগ:

ফ্রেমসেট তৈরীর মূল উদ্দেশ্য হলো ব্রাউজারের উন্ডোকে একাধিক সাধীন ভাবে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে কোন পৃথক পৃথক স্বাধীন ব্রাউজার উন্ডোর মতো করে প্রদর্শন করা। ফ্রেমসেট ট্যাগের মাধ্যমে আপনি একই ব্রাউজারের উন্ডোতে অনেক গুলো পেজ এক সাথে দেখাতে পারবেন। আমরা যেমন একটি ফ্রেমের ভিতর ছবি সাজিয়ে রাখি, তেমনি ফ্রেমের ভিতর ওয়েব পেজ গুলো দেখাবে। তবে এর একটা খারাপ দিক আছে, তা হলে ফ্রেমের ভিতর রাখা কোন ছবি, টেক্সট ইত্যাদি কনটেন্টগুলো সার্চ ইঞ্জিন সমূহ পুরো পুরি এড়িয়ে যায়। তারপরও ফ্রেমসেট তৈরী করতে চাইলে প্রথমে পেজ গুলো তৈরী করে নিতে হবে। ফ্রেমসেট ট্যাগ সম্বলিত পেজটিতে শুধু মাত্র ফ্রেমসেট ছাড়া আর কোন কনটেন্ট থাকবে না। তাহলে আসুন আমরা ট্যাগগুলো দেখ নিই।

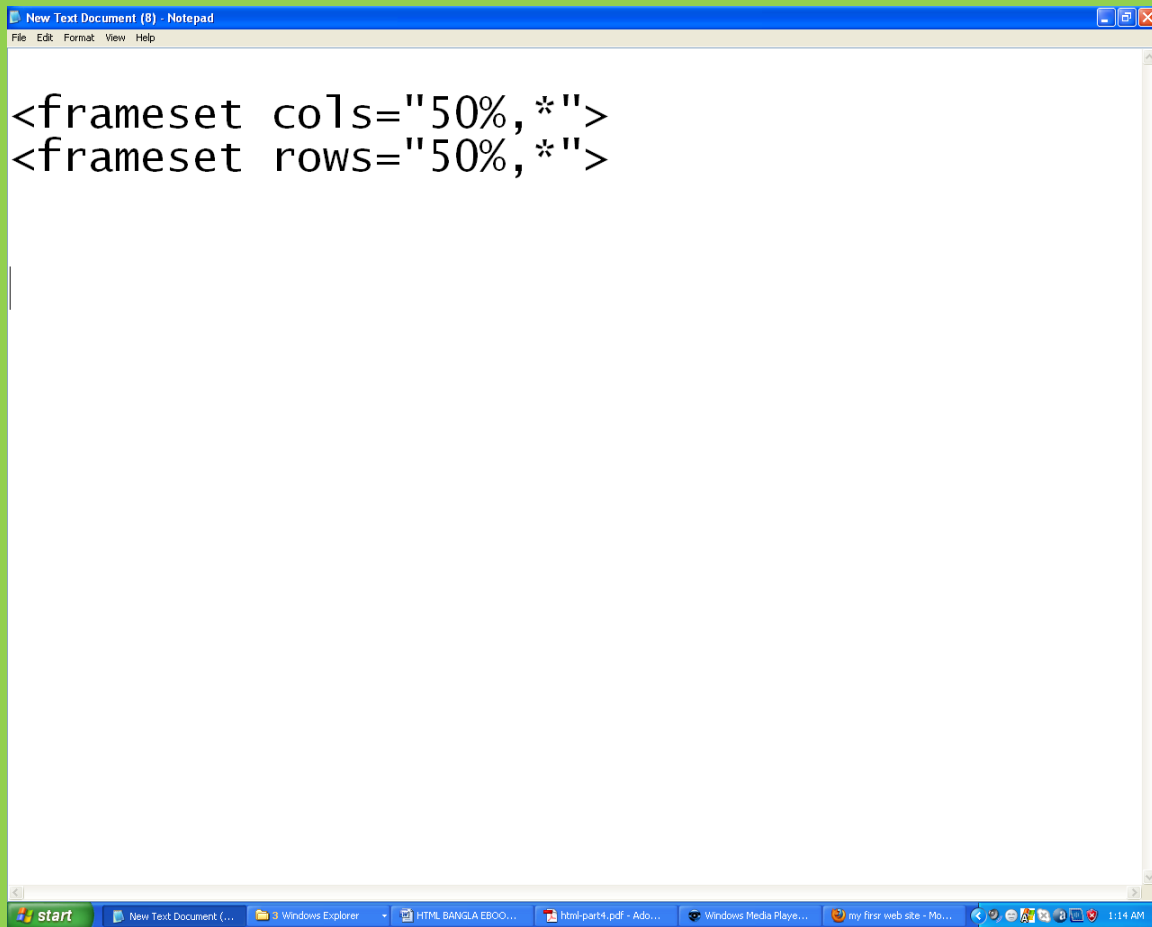


```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<frameset>

</frameset>
</html>
```

এখানে ফ্রেমসেট ট্যাগদ্বারা ফ্রেমের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরবর্তী কাজ হবে উইন্ডোকে কয়টি ভাগে ভাগ করবো তা নির্ণয় করা। কোন বরাবর ভাগ করবো এবং ভাগটি আনুভূমিক হবে না উল্লম্ব। উইন্ডোকে উল্লম্ব বরাবর ভাগ করতে হলে কলাম এবং আনুভূমিক বরাবর ভাগ করতে হলে রো

হিসাবে বিভাজন করতে হবে। এর জন্য ফ্রেমসেটে কলাম এরং রো এর জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। নিচের উদাহরণটা দেখুন:

A screenshot of a Windows Notepad application window titled "New Text Document (8) - Notepad". The window contains two lines of HTML code: `<frameset cols="50%,*">` and `<frameset rows="50%,*">`. The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications including Windows Explorer, a PDF viewer, and a web browser. The system clock shows 1:14 AM.

উপরের অংশে কলাম ও রো উভয়ই প্রথমে হয়েছে ৫০%, পরে একটি তারকা চিহ্ন বসানো হয়েছে। কলাম এরং রো বিভাজনের ক্ষেত্রে কখনো % সহ সংখ্যা(৫০%, ২৫%), % ছাড়া সংখ্যা(১০০, ২০০) ও তারকা চিহ্ন হিসাবে বসে।

চলুন ফ্রেমসেটে নিয়ে আরো কিছু ট্যাগ ও উদাহরণ দেখে নিই।

ধরুন পেজটিকে ফ্রেম দ্বারা মাঝামাঝি কলাম ওয়াইজ সমান দুই ভাগে ভাগ করতে চাইলে লিখুন:

```
<frameset cols="50%, 50%">
```

যেহেতু আপনি ফ্রেমটিকে দুটি ফ্রেমে বিভক্ত করেছেন, সেহেতু দুটি ফ্রেমের জন্য আপনাকে আলাদা আলাদা ফ্রেমট্যাগ নিতে হবে। যেমন:

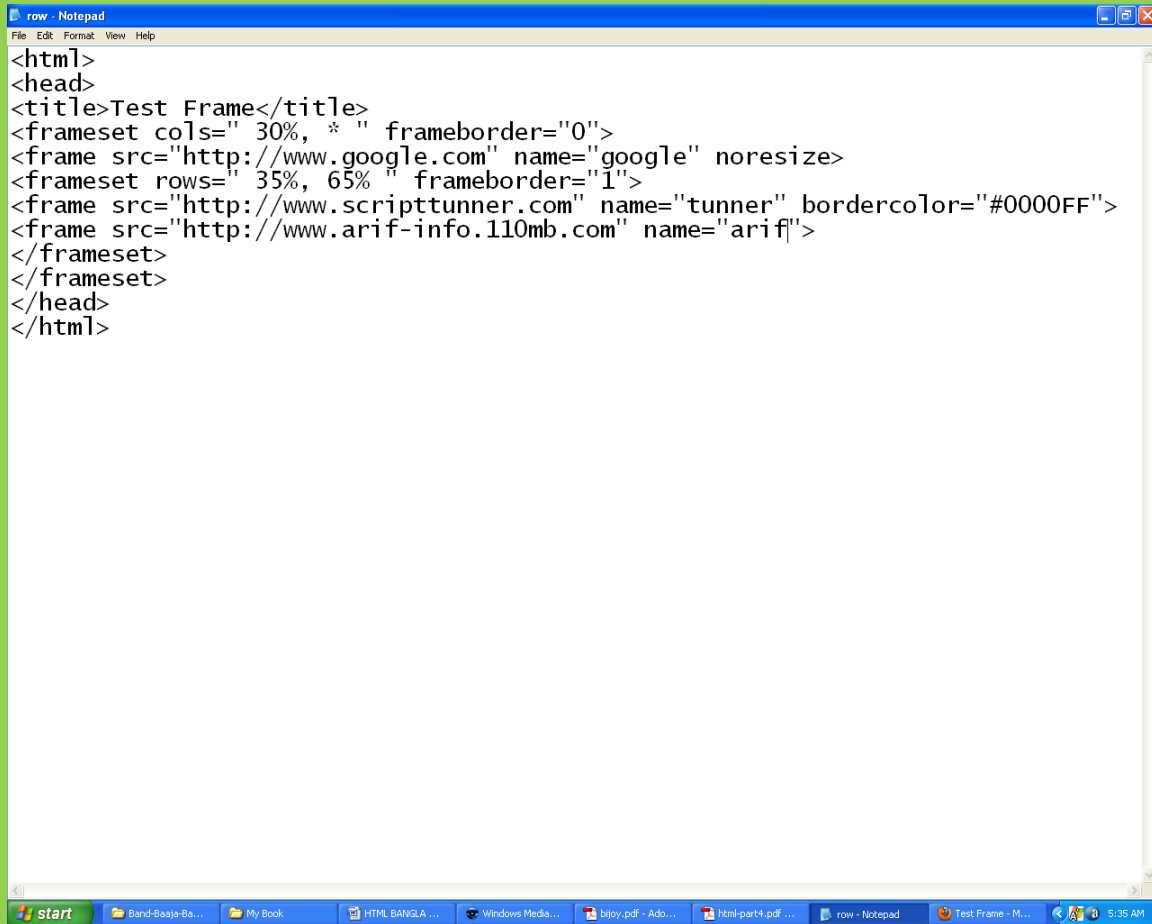
```
<frame src="page1.html" name="left">  
<frame src="page2.html" name="right">
```

আমি ধরে নিচ্ছি page1.html ও page2.html পেজ দুইটি একই ফোল্ডারে আছে। ফ্রেমের কোন ক্লোজিং ট্যাগ নেই, তবে ফ্রেমসেটের আছে। তাই আপনাকে সবার শেষে </frameset> ট্যাগ দিয়ে ফ্রেমটিকে ক্লোজ করতে হবে। ফ্রেমসেটে ও ফ্রেমের অন্যান্য এ্যাট্রিবিউটগুলো অপশোনাল।

আপনি যদি পেজটিকে কলাম ওয়াইজ বিভক্ত না করে রো ওয়াইজ বিভক্ত করতে চান। তাহলে ট্যাগটি কেমন হতো। ধরা যাক, তিন রো বিশিষ্ট একটি পেজ যার প্রথমটি ২০%, দ্বিতীয়টি ৫০% আর তৃতীয়টি আপনার জন্য নেই। জানা না থাকলে আপনি * চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবেন। তাহল ট্যাগটি দাড়াবে এরকম:

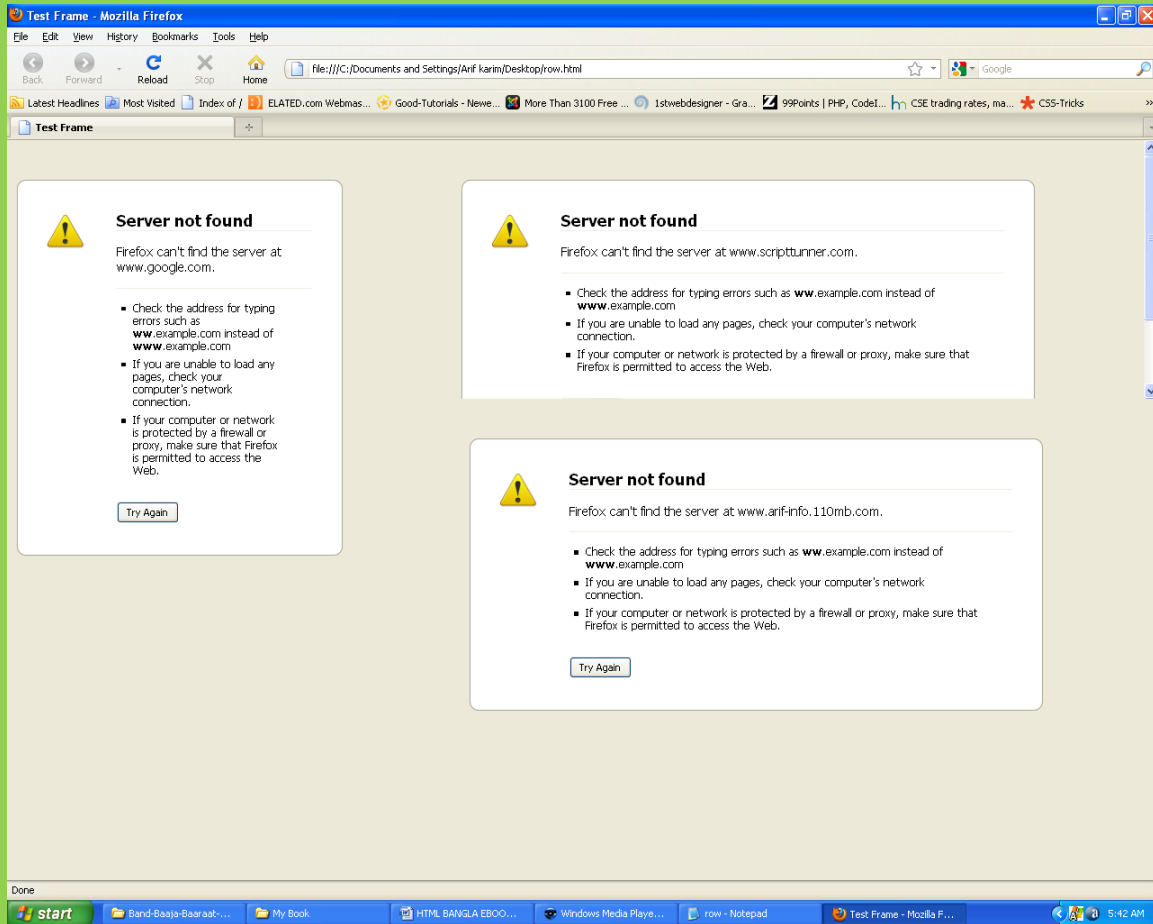
```
<frameset rows="20%, 50%, *">  
<frame src="page1.html" name="top">  
<frame src="page2.html" name="middle">  
<frame src="page3.html" name="bottom">  
</frameset>
```

আশাকরি এটুকু বুঝতে পেরেছেন। তাহলে আসুন রো ও কলাম সমন্বয়ে একটি ফাংশনাল পেইজ তৈরী করি।

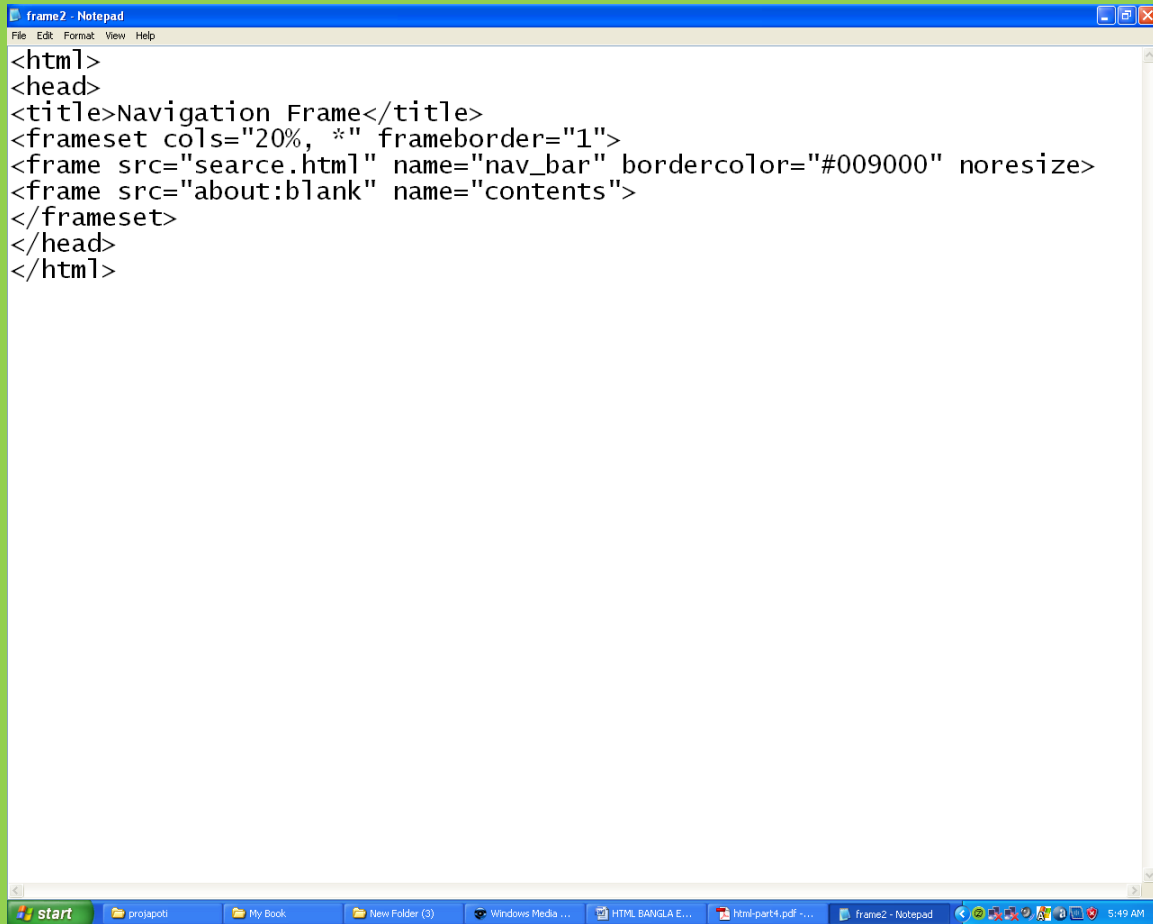


```
<html>
<head>
<title>Test Frame</title>
<frameset cols=" 30%, * " frameborder="0">
<frame src="http://www.google.com" name="google" noresize>
<frameset rows=" 35%, 65% " frameborder="1">
<frame src="http://www.scripttunner.com" name="tunner" bordercolor="#0000FF">
<frame src="http://www.arif-info.110mb.com" name="arif">
</frameset>
</frameset>
</head>
</html>
```

উপরোক্ত ট্যাগটিতে একইসাথে রো ও কলামকে ব্যবহার করেছি, তবে এর জন্য আমাকে ফ্রেমসেট ট্যাগটি দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে ফ্রেমসেট ট্যাগের ভিতর আরো একটি ফ্রেমসেট ব্যবহার করে। এটাকে বল হয় নেস্টিং। চলুন এবার আউটপুট দেখে নিই:

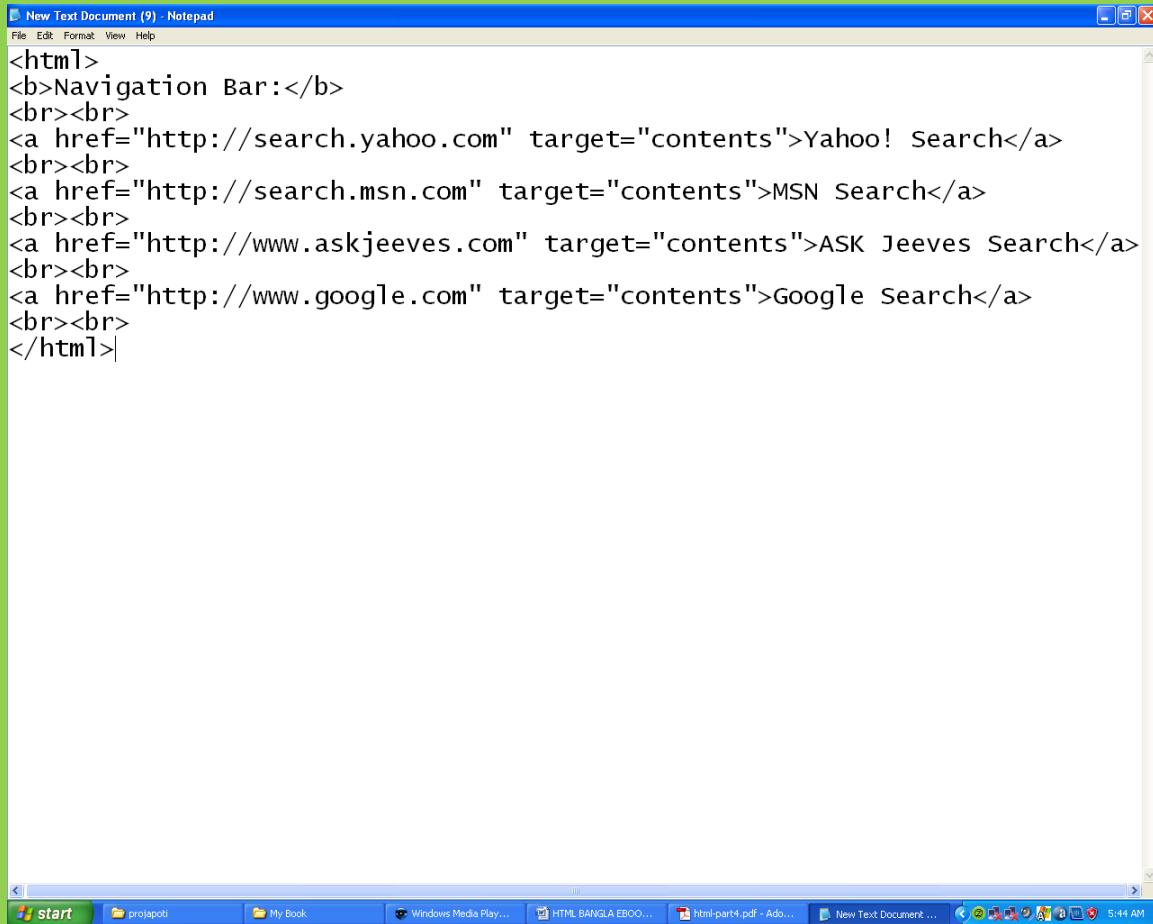


ফ্রেম ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটা দিয়ে পেজের বামদিকে বা উপরের দিকে নেভিগেশন বার বা মেনু বার তৈরী করা যায়, যা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এতে অবস্থিত কোন লিংকে ক্লিক করলে লিংকটি পেজের ডানদিকে বা নিচের দিকের ফ্রেমে ওপেন হবে। চলুন পুরো বিষয়টা দেখে নেওয়া যাক :



```
<html>
<head>
<title>Navigation Frame</title>
<frameset cols="20%, *" frameborder="1">
<frame src="searce.html" name="nav_bar" bordercolor="#009000" noresize>
<frame src="about:blank" name="contents">
</frameset>
</head>
</html>
```

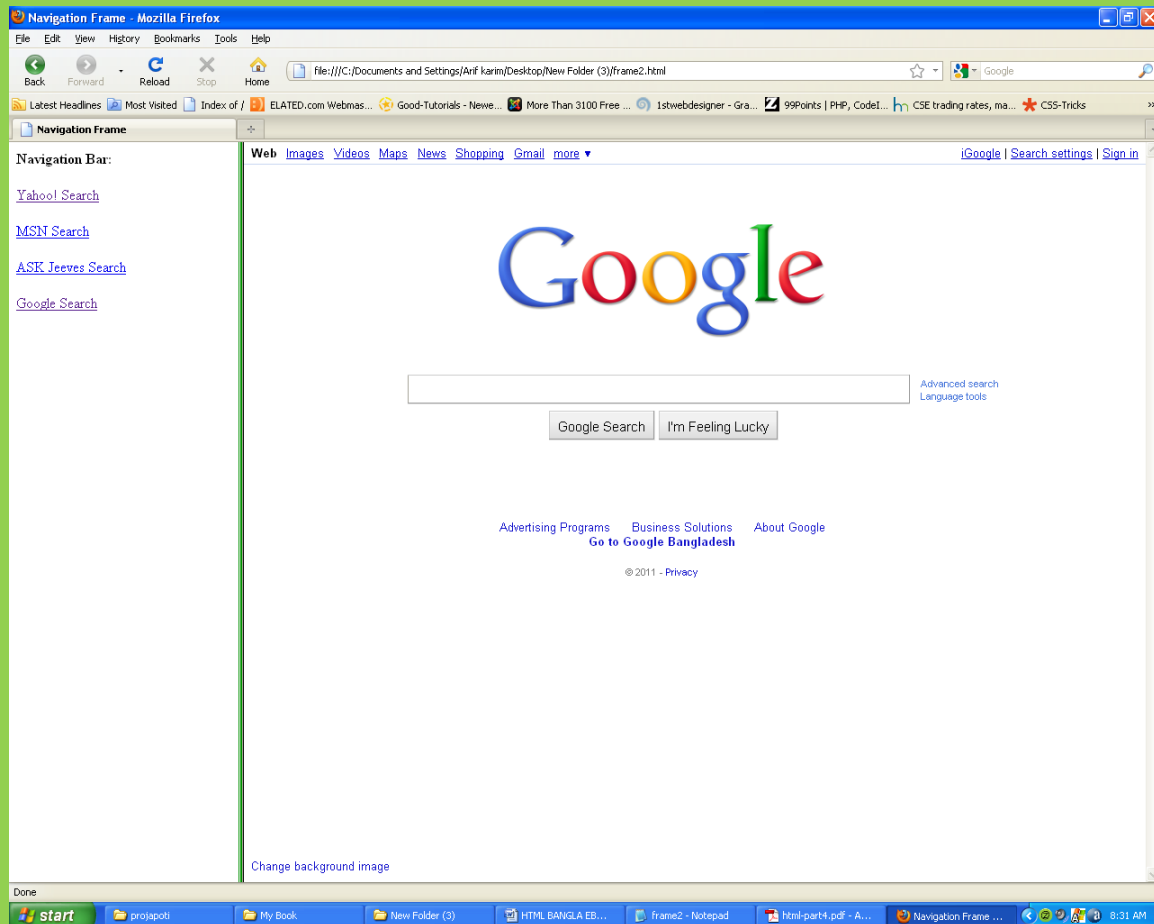
পেজটি frame.html এ save করুন এবং একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে রাখুন। এবার নিচের ট্যাগটি দেখুন:

A screenshot of a Windows XP desktop environment. The main focus is a Notepad window titled "New Text Document (9) - Notepad". The window contains the following HTML code:

```
<html>
<b>Navigation Bar:</b>
<br><br>
<a href="http://search.yahoo.com" target="contents">Yahoo! Search</a>
<br><br>
<a href="http://search.msn.com" target="contents">MSN Search</a>
<br><br>
<a href="http://www.askjeeves.com" target="contents">ASK Jeeves Search</a>
<br><br>
<a href="http://www.google.com" target="contents">Google Search</a>
<br><br>
</html>
```

The taskbar at the bottom shows the Start button, several open folders (prosapoti, My Book), and several open applications including Windows Media Player, a folder named HTML BANGLA EBOOK..., a PDF file named html-part4.pdf, and the Notepad window. The system clock in the bottom right corner shows 5:44 AM.

এই ট্যাগটি যেটা মেনু হিসাবে বাম দিকে ব্যবহার হবে এবং এটি searce.html হিসাবে সেভ করুন।
আউটপুট আসবে এরকম:(যদি আপনার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশান দেওয়া থাকে)



HTML পেজে ফর্মের ব্যবহার:

আপনি যদি ইন্টারনেট ব্রাউজ করে থাকেন তাহলে নিশ্চই দেখেছেন কোন ওয়েব সাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হলে username, email, password ইত্যাদি দিয়ে একটি ফর্ম পূরন করতে হয় আর ফর্মটি সাবমিট করার সাথে সাথে আপনাকে একটা কনফার্ম মেসেজ দেয়। এটাই হলো একটা ফর্মের স্ট্রাকচার যেটা html দিয়ে করতে হয়। তবে html ফর্মকে ব্যবহার করার জন্য আপনাকে একটা ব্যাকএন্ড ডাটাবেস (যেমন: Mysql, Oracle, Microsoft access ইত্যাদি) এবং যে কোন একটি সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ (php, asp, asp.net, jsp) প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া html ফর্ম তেমন কোন কাজে আসবে না। তবে html ফর্মটা শিখে রাখা ভাল। কেন বলছি? যখন আপনি সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন তখন কাজে লাগবে। চলুন আর দেরি না করে ফর্মের ট্যাগ গুলো শিখে নিই।

ফর্ম তৈরী করার জন্য ট্যাগটি শুরু হবে `<form>` দিয়ে এবং শেষ হবে `</form>`। ফর্মের এই কাজটি দুইটি এ্যাট্রিবিউট দ্বারা তৈরী হয়। সেগুলো হলো:

1. Action: এই এ্যাট্রিবিউট ফর্ম থেকে আউটপুট প্রসেস করে HTTP সার্ভারকে নির্দেশিত করে।
2. Method: এই এ্যাট্রিবিউট ব্রাউজারকে বলে দিবে সার্ভার কিভাবে তথ্য প্রেরন করবে। এই তথ্য প্রেরনের ক্ষেত্রে বেশকিছু অপশন আছে। যেমন: POST METHOD ও GET METHOD.

এই দুটো বিষয় একটু সার্ভার সাইড কথাবার্তা। এখন বুঝতে পারবেন না। সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ করার সময় বুঝবেন।

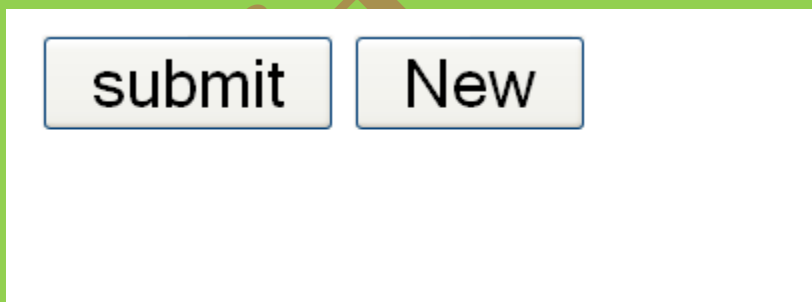
অনেক বকবক করছি তাই না। আসুন এবার ফর্মের এ্যাট্রিবিউট গুলো জেনে নিই।

ফর্মের বাটন তৈরী: নিচের ট্যাগটি দেখুন:

```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<body>
<form>
<input type="SUBMIT" value="submit">
<input type="RESET" value="New">

</form>
</body>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:



ফর্মের ইনপুট ফিল্ড তৈরী: নিচের ট্যাগটি দেখুন:

```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<body>
<form>

<Input type="TEXT" NAME="FIRSTNAME" SIZE="30">Firstname<br>
<Input type="TEXT" NAME="LASTNAME" SIZE="30">Lastname<br>
<Input type="TEXT" NAME="ADDRESS" SIZE="30">Address<br>
<Input type="TEXT" NAME="EMAIL" SIZE="30">Email<br>

</body>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:

<input type="text"/>	Firstname
<input type="text"/>	Lastname
<input type="text"/>	Address
<input type="text"/>	Email

ফর্মে রেডিও বাটন স্থাপন: নিচের ট্যাগটি দেখুন:

```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<body>
<form>
|
<br><Input type="radio" name="choose" value="mordernsong">Modernsong<br>
<br><Input type="radio" name="choose" value="oldsong">oldsong<br>
<br><Input type="radio" name="choose" value="instrumentsong">instrumentsong<br>
<br><Input type="radio" name="choose" value="newsong">newsong<br>

</form>
</body>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:

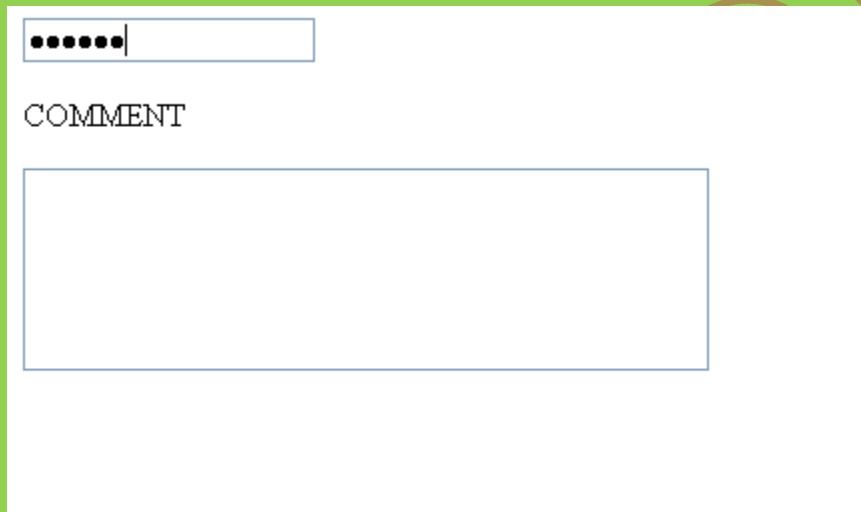
- ☐ Modernsong
- ☐ oldsong
- ☐ instrumentsong
- ☐ newsong

ফর্মে পাসওয়ার্ড ও টেক্সট এরিয়া সৃষ্টি: নিচের ট্যাগটি দেখুন:

```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<body>
<form>
<input type="password" name="password" />
<p>COMMENT</p>
<TEXTAREA NAME="COMMENTS" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA>

</form>
</body>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:



.....

COMMENT

HTML আপলোড ফর্ম:

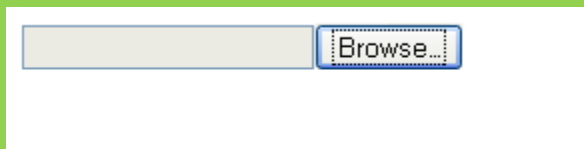
বর্তমানে ফেসবুকে আমরা ইমেজ আপলোড করার সময় ব্রাউজ বাটনে ক্লিক করলে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে ইমেজ সিলেক্ট করে দিলে ইমেজ আপলোড হয়। আমরা এখন সেই ব্রাউজ বাটনের ট্যাগটি দেখব।

নিচের ট্যাগটি দেখুন:

```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<body>
<form>
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="100" />
<input name="file" type="file" />

</form>
</body>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:



The screenshot shows a web browser window with a file upload form. The form contains a text input field and a button labeled "Browse...". The text input field is empty and has a light blue border. The "Browse..." button is a small rectangular button with a blue border and a light blue background.

HTML চেকবক্স, ড্রপডাউন, সিলেকশন ফর্ম:

```
<html>
<head>
<title> my firsr web site</title>
</head>
<body>
<form>
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> bike<br/>
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" /> car<br><br>

<select name="degree">
<option>Choose One</option>
<option>Some High School</option>
<option>High School Degree</option>
</select><br><br>

<select multiple name="music" size="4">
<option value="emo" selected>Emo</option>
<option value="metal/rock" >Metal/Rock</option>
<option value="hiphop" >Hip Hop</option>
</select>

</form>
</body>
</html>
```

আউটপুট আসবে এরকম:

☒ bike

☒ car

Choose One

Emo
Metal/Rock
Hip Hop

ফর্ম নিয়ে আলোচনা এখানে শেষে করা হলো এবং আমরা আমাদের বইয়ের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন আমি নিচে আরো কিছু বিষয় আলোচনা করবো আশাকরি আপনাদের তা কাজে লাগবে।

হোম পেজের নাম করন:

আপনি যখন কোন ওয়েব সাইটের এ্যাড্রেস লিখে উক্ত ওয়েব সাইটিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন, তখন আপনি কোন পেজের নাম নির্দিষ্ট করে না দিলেও আপনার সামনে ঠিকই উক্ত ওয়েব সাইটের মেইন পেইজটি চলে আসে। যেমন: আপনি <http://www.google.com> লিখে ব্রাউজ করলে গুগলের মেইন পেইজটি আপনার সামনে চলে আসবে। যে কোন ওয়েব সাইটের মেইন পেইজটি দেখে এর বিষয় বস্তু সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। তাই আপনার ওয়েব সাইটের তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখবেন যে আপনার ওয়েব সাইটের বিষয় বস্তু এর হোম পেইজটি দেখে বা পড়ে ভিজিটররা বুঝতে পারে। হোম পেইজটির নাম সর্বদা **index.html**, **index.htm**, **default.html**, **default.htm** ইত্যাদি রাখা উচিত। কেননা ফ্রি ওয়েব হোস্ট সাইটিগুলো এ জাতীয় নাম ছাড়া আর কোন নাম সাপোর্ট করে না। তাছাড়াও এটি ওয়েবের একটি universal standard, যা সবারই মেনে চল উচিত।

আচ্ছা আমি ধরে নিলাম আপনি উপরের বইটি থেকে মোটামুটি সবকিছু অনুশীলন করেছেন এবং শিখে ফেলেছেন। এখন আপনি অবশ্যই একটি ওয়েব সাইট বানানোর কথা ভাবছেন। তাহলে তাড়াতাড়ি শুরু করে দেন। আর দেরি কেন???

আচ্ছা এখন, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি একটি ওয়েব সাইট বানিয়েও ফেলেছেন বা শুরু করতে যাচ্ছেন। এখন ওয়েব সাইট একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে যেখান থেকে সবাই আপনার সাইট সবাই দেখবে। না, আপনার কম্পিউটারে রাখলে সবাই দেখতে পাবে?? বিষয়টা কেমন লাগছে তাই না। আসুন বিষয়টা একটু ভাল ভাবে বুঝে নিই।

আপনার ওয়েবসাইট সবাইকে দেখাতে হলে সর্বপ্রথম আপনাকে একটি ডোমেইন নেম ও হোস্টিং কিনতে হবে। এর জন্য দেশে ও দেশের বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকে। তবে আর একটা সুখবর হলো এই যে, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই সার্ভিসটা ফ্রি দিয়ে থাকে। আমি এই সম্বন্ধে একটা চার্ট নিচে দিয়ে দেব।

ডোমেইন নেম কি:

আমরা কোন ওয়েব সাইট ভিজিট করতে হলে ব্রাউজারের এ্যাড্রেসবারে যে ঠিকানা লিখি সেটাকে বলা হয় ডোমেইন। যেমন ধরেন: www.facebook.com, www.google.com, www.scripttuner.com etc. আর যে পদ্ধিতে ডোমেইন নেমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে বা হয় DNS(Domain Name System)। এর দ্বারা ইন্টারনেটে কম্পিউটারের অবস্থান এরং পরিচিতি জানা যায়। প্রতিটি ওয়েব ঠিকানা অনুসরণ করে একটি আইপি ঠিকানা। আমরা যখন কোন ওয়েব ঠিকানা অনুসরণ করে ইন্টারনেটে তল্লাসী চালাই, তখন DNS এর মাধ্যমে তা আইপি এড্রেসে পরিনত হয়। ডোমেইন প্রদানকারী সংস্থা InterNIC বিভিন্ন কার্যকরন বিচার করে সাত ধরনের ডোমেইন নেম প্রদান করে থাকে। যেমন: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org etc. আর একটা কথা বলে রাখা ভাল সেটা হল এক নামে মাত্র একটি ডোমেইন হয়।

হোস্টিং কি?

আপনার ওয়েব সাইটটা তৈরী করা হয়ে গেলে সারা বিশ্ব থেকে দেখা যাবে যখন আপনি সাইটটা ওয়েব সার্ভারে হোস্টিং করবেন(জায়গা করে নিবেন)। এটা কোথায় পাবেন? এই জায়গা আপনাকে দিবে আইএসপি ব্যবসায়ীরা। আপনার পেইজটি হোস্টিং করতে কতটুকু জায়গা লাগবে তার উপর ভিত্তি করে উক্ত ব্যবসায়ী একটি ভাড়া নির্ধারন করে দিবেন। আপনি তাদের কাছে গেলেই নির্দিষ্ট পরিমান টাকার বিনিময়ে এসব সার্ভিস দেবে। কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এসব কোম্পানির বিভিন্ন প্যাকেজ আছে আপনি আপনার সুবিধামত প্যাকেজটি বেছে নিবেন।

উইন্ডোজ হোস্টিং (WINDOWS HOSTING)

যদি আপনি আপনার সাইট ASP(Active Server Page) Programming Language এবং Microsoft SQL Server ডেটাবেস ব্যবহার করে তৈরী করে থাকেন তাহলে আপনাকে Windows Server এ হোস্টিং করতে হবে

লিনাক্স হোস্টিং (LINUX HOSTING)

আর আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইট PHP এবং MySQL ডেটাবেস দিয়ে তৈরী করে থাকেন তাহলে Linux Server এ হোস্টিং করতে হবে। বাংলাদেশে এটিই বেশি প্রচলিত। কারণ বাংলাদেশে ASP Developer এর চেয়ে PHP Developer এর সংখ্যা বেশি

আমি এখানে কিছু ওয়েব হোস্টের ফিচার সহ তালিকা দিলাম, বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন এদের ওয়েব সাইটে। এরা ফ্রি ও প্রিপেইড দুই ধরনের সার্ভিস দেয়।



<http://www.freehostia.com/>

<http://www.110mb.com>

<http://www.co.cc/>

<http://www.bravenet.com>

- * Limited bandwidth
- * No database support
- * Super add ons
- * Banner ads
- * 50 MB space
- * Web based FTP upload
- * Limited file types

<http://www.geocities.com>

- * Limited band width
- * No database support
- * Huge add ons
- * Banner and frame ad
- * 15 MB space
- * HTTP upload
- * Limited file types

<http://www.brinkster.com>

- * Limited bandwidth
- * ASP support
- * ASP.NET support
- * Access DB support
- * Google banner and text ads
- * 15 MB space (Educational package)
- * HTTP upload
- * Limited file types

arifk@rim

--সম্পাদনা--

Arif karim

Dept. of Computer Science & Engineering
Sylhet Engineering College, (www.sec.ac.bd)

-- বিশেষ কৃতজ্ঞতা --

কামরুল হায়দার, আহসানুল হক শোভন, রেজওয়ানুল আলম

কৃতজ্ঞতা

সুমন, জুয়েল, অপি, ফাহিম, রাহিম

THE END